ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 November, 2023 ■ আগরতলা ২৫ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে বীরবিক্রমের মর্মর মূর্তি আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে

রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে বীরবিক্রমের অবদান ভাবি প্রজন্মের কাছে তুলে ধরুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য যে কৃতিত্ব রেখে গেছেন তা ভুলে গেলে চলবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে মহারাজার অবদানের কথা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আজ মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের অবদানকে বর্তমান রাজ্য সরকার যথাযথ মুল্যায়ন করছে। কিন্তু বিগত দিনে মহারাজাদের অবদানকে সঠিক মুল্যায়ন করা হয়নি। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের স্বপ ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পসারণে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা। মহারাজার এই স্বপকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রতিবদ্ধ

এবং প্রতিশ্রতি অনুযায়ী কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের গর্ব এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো দেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে কোনও অংশে কম নয়। রাজ্য সরকার চায় এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয় ও এমবিবি মহাবিদ্যালয় রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে 'আর্ট অব এ'লেন্সিতে' পরিণত হোক। তবেই রাজ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বহির্রাজ্যে গিয়ে পড়াশুনা করার যে প্রবণতা দেখা যায় তা অনেকটা কমে যাবে।সেই লক্ষ্যে এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের অধীনে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হল এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমবিবি মহাবিদ্যালয়, বিবিএম মহাবিদ্যালয়, আইন মহা বিদ্যালয়--এই তিনটি মহাবিদ্যালয় রয়েছে। আগামীদিনে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশাব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের মর্মর মূর্তি স্থাপন একটা সময়োপযোগী পদক্ষেপ। রাজ্য সরকার বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মনীষীদের অবদানকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ এখানে এই মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্যের যে চিন্তাভাবনা ছিল তা রূপায়ণে রাজ্য সরকার গুরুত্ব সহকারে কাজ করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিক্ষা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে ত্রিপুরা ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। এমজিএন রেগায় চলতি অর্থবছরে দেশের মধ্যে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা গড়ে ৫১.৩৭ দিনের কাজ করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান ৫৩.৪৪ দিনের কাজ করে প্রথম স্থানে রয়েছে মিজোরাম। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ২ কোটি ৯৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৩১২ দিনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হাতে আরও ৮১ লক্ষ শ্রমদিবসের কাজ রয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, যদি জানুয়ারি মাসের মধ্যে এই ৮১ লক্ষ শ্রমদিবস শেষ করা যায় তবে আরও কাজ হাতে পাওয়া যাবে। তিনি জানান, ৫১.৩৭ দিনের কাজের মধ্যে জনজাতি অংশের মানুষ সবচেয়ে বেশি কাজ পেয়েছে। শতাংশের নিরিখে ৫৯.৪৭ শতাংশ। ধলাই জেলায় জনজাতি অংশের মানুষ কাজে পেয়েছে গড়ে ৭১.৪১ দিবস, গোমতী জেলায় ৫৯.৮১ দিবস, খোয়াই জেলায় ৬৭.০৮ দিবস, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫৯.৭৫ দিবস, সিপাহীজলা জেলায় ৫২.৫৪ দিবস, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৪৮.০৮ দিবস, ঊনকোটি জেলায় ৬৪.০৮ দিবস এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৪৩.৮৭ দিবস। তিনি জানান, ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত সারা রাজ্য মিলিয়ে এমজিএন রেগার মাধ্যমে ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৫৩৩টি সম্পদ তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে রাস্তা তৈরী থেকে শুরু করে কালভার্ট

নির্মাণ, পুকুর খনন ইত্যাদি রয়েছে। তিনি জানান, ২০১৭-১৮ সালে সারা রাজ্যে গড়ে বছরে কাজ হয়েছে এমজিএন রেগায় ৪৬ দিন। ২০১৮-১৯ এ হয়েছে ৫১ দিন, ২০১৯-২০ এ হয়েছে ৬১ দিন, ২০২০-২১ এ হয়েছে ৭৫ দিন, ২০২১-২২ এ হয়েছে ৭২ দিন, ২০২২-২৩ এ হয়েছে ৬০ দিন এবং ২০২৩-২৪ এ এখন পর্যন্ত হয়েছে ৫১ দিন।

সাথে তিনি আরও যোগ করেন, ২০১৭-১৮ সালে এমজিএন রেগা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার থেকে ফের উচ্ছেদ অভিযান!

শহরে যানজট মুক্ত রাখতে বৈঠক করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। শহরকে যানজটমুক্ত রাখতে বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে আগরতলা পুর নিগম। আজ পুর নিগমের কনফারেন্স হলের বৈঠকে একথা বলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। পাশাপাশি এদিন তিনি বলেন, সোমবার থেকে নিগম এলাকায় পুনরায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করা হবে।

এদিন বৈঠকে মেয়র বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা) মানিক সাহাও দিক নির্দেশনায় আজ আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে যানজটমুক্ত নিয়ে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে শহরের যানজট নিয়ে একাধিক বৈঠক করা হয়েছে।

পাশাপাশি পুজোর আগে পুর নিগম শহরে যানজট মুক্ত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। দূর্গা পূজা উপলক্ষে অভিযান বন্ধ রাখা হয় পুনরায় সেই অভিযান আবার চালু হবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, শহরকে যানজটমুক্ত রাখতে আজকের বৈঠকে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী দুই দিনের মধ্যে সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করা হবে। সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম হল, নিগম এলাকায় ভ্যান্ডার লাইসেন্স ছাড়া যাঁরা ব্যবসা চালাচ্ছেন তাঁরা দুইদিনের মধ্যে জায়গা দখলমুক্ত করতে হবে।আর যদি নিগমের নির্দেশ অমান্য করে তাহলে সোমবার থেকে পুনরায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করা হবে। তাছাড়া, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশাকারবারিকে আড়াই বছরের কারাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ নভেম্বর।। ১২জন সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের পর উত্তর জেলার স্পেশাল জজ অংশুমান দেববর্মা নেশাকারবারী মিন্টু দাসকে আড়াই বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাবাস এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ২০২০ সালের ২১ শে ডিসেম্বর ধর্মনগরের অফিসটিলা কালীবাড়ির পাশে ইন্দিরা স্মরণীর মুখে এলাকাবাসীরা একজন অপরিচিত লোককে দেখতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্তান বিক্রি ঃ তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। *"অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি" শীর্ষক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। প্রসঙ্গত, আজ আগরতলা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি প্রভাতী দৈনিক পত্রিকায় "অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি" শীর্ষক সংবাদটি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।*

এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের জন্য খোয়াই জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে খোয়াইয়ের জেলাশাসক ঘটনার তদন্তের জন্য খোয়াই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দলকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছেন। তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পরেই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

মথার ছাত্র রাজনীতি ঘিরে চাঞ্চল্য, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ নভেম্বর।। শান্তির শহর ধর্মনগরে রাজ্যের বিরোধীদল বলে বিবেচিত তিপ্রা মথা পরোক্ষে এখানকার শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশকে ব্যাঘাত করার সুরসুরি দিতে শুরু করেছে। রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় মথা দলের একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও ধারণা করে তা এখনো সম্পূর্ণরূপে মানুষের কাছে অপরিচিত নাম বলে বিবেচিত।

তাই ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয় বেশ কিছু জনজাতি ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে তাদেরকে দিয়ে দলের ভিতকে ধর্মনগরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু সচেতন ছাত্র-ছাত্রীদের কারণে বৈষম্যমুলক রাজনীতি সৃষ্টি করা আপাতত সম্ভব হয়নি। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বেশ কিছুদিন যাবৎ ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের একত্রিত করে এই প্রয়াস চালানো হচ্ছিল।

যার ফলস্বরূপ বৃহস্পতিবার উদ্ধাতন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৌমাছির আক্রমণে গুরুতর আহত ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ নভেম্বর।। মৌমাছির আতঙ্ক মধুপুরে। শুক্রবার সকালে হঠাৎই পথ চলতি মানুষের উপর আক্রমন চালায় মৌমাছির ফল। এতে স্কুলে যাওয়ার পথে চারজন ছাত্রছাত্রীসহ মোট সাতজন আক্রমণের শিকার হয়েছেন। আহত সাতজনকেই গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে চারজন স্কুল পড়ুয়ার অবস্থা গুরুতর বলে খবর।

আজ সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মধুপুর হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকার রাইস মিলের পাশে। গত কিছুদিন আগেই মৌমাছির আক্রমনে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছিলেন। পথ চলতি সাধারন মানুষের সহায়তায় অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পেয়েছেন। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার সকাল নাগাদ ফের একই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মৌমাছির আক্রমনে একটা সময় স্কুল ছাত্রীরা রাস্তার মধ্যে পরে কাতরাচ্ছিল। এলাকার জনগণের সহায়তায় তাদেরকে তড়িঘড়ি মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে। এদিকে আরো কয়েকজন যুবক তাদের কাজের উদ্দেশ্যে মধুপুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাবলম্বন প্রকল্পে ডিজিটাল পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। বেকার যুবক যুবতী এবং স্বসহায়ক দলের সদস্যরা যাতে স্বউদ্যোগী হয়ে স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার স্বাবলম্বন প্রকল্প চালু করেছিল। বিগত পাঁচ বছরে স্বাবলম্বন প্রকল্পে রাজ্যে ১০,৪৬২টি এমএসএমই ইউনিট গড়ে উঠেছে যার আর্থিক মূল্য ২৯১ কোটি টাকা এবং এর মাধ্যমে ২৯,১৫৯ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। সাম্পতিককালে বিভিন্ন পরিষেবার যেভাবে ডিজিটাইজেশন হয়েছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্য সরকার স্বাবলম্বনের জন্যও একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে www.swavalamban.tripura.gov.in নামে একটি পোর্টাল তৈরি করেছে। ২১ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে পোর্টালটির উদ্বোধন করেছেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকে আরও জানানো হয়েছে, উদ্যোগীদের সুবিধার্থে স্বাবলম্বন প্রকল্পের নির্দেশিকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে

চোয়ালের প্রথম সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। অটল বিহারি বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে রাজ্যের চিকিৎসকগণ এই প্রথম "ফ্রি কেইস অব ফিবোলা মাইক্রো ভাসকুলার রিকনস্ট্রাকশন অব ম্যান্ডিবল" অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন।

রীতা ত্রিপুরা (২৬) দক্ষিণ জেলার এক রোগিনী দাঁতের সমস্যায় দীর্ঘ ৬-৭ মাস যাবৎ ভুগছিলেন। তিনি ডান দিকের নিচের চোয়ালে দাঁতের মাড়িতে ব্যাথা সহ ফোলা নিয়ে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জিবিপি হাসপাতালে বর্হিবিভাগে চিকিৎসার জন্য আসেন। চিকিৎসকরা তখন মহিলার দাঁতের রোগ নির্ণয় করার জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন।

তাতে ওপিজি এক্সরে এবং সিইসিটি পরীক্ষায় রোগিনীর দাঁতের ওডোন্টোজেনিক টিউমার শনাক্ত করেন। তারপর হিস্টোপ্যাথলজি রিপোর্টে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে এই অস্ত্রোপচারের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে এক টি মেডিক্যাল টিম গঠন করে।

এই টিমে ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জিবিপি হাসপাতালের ডেনটিসট্রি ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ হেড অব অফিস ডাঃ কাহামনুক জমাতিয়া, প্লাসটিক সার্জন ডাঃ প্রীতম দাস এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের হেড অব নেক অঙ্কোসার্জন ডাঃ অম্লান দেববর্মা ও অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ মৃণাল দেববর্মা।

সম্প্রতি রোগিনীকে অটল বিহারী বাজপেয়ী রেজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে ভর্তি করা হয় এবং ম্যান্ডিবল রিসেকশন করা হয় এবং ফ্রি ফাইবুলা ফ্ল্যাপ (লেগ এর বোন) মাইক্রোভাসকুলার রিকনস্ট্রাকশন অস্ত্রোপচার করা হয়।

উল্লেখ্য, এই পদ্ধতিতে এ ধরনের অস্ত্রোপচার রাজ্যে এই প্রথম করা হয়েছে। এরপর রোগিনীকে আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পরবর্তী সময় রোগীনির অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতি হওয়ায় তাকে হাসপাতাল থেকে গত ৬ নভেম্বর ২০২৩ ছুটি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যেই চোয়ালের প্রথম অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে অসামাজিক কাজ বৃদ্ধি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ নভেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নেশামুক্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে উত্তর জেলা পুলিশ তৎপরতার সাথে কাজ করে চলেছে।

তবে একাংশ সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অসামাজিক কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে যেমন নেশাকারবারীদের দৌরাত্ম্য, তেমনি গরু চোর এবং বার্মিজ সুপারি কারবারীদের রমরমা ব্যবসা পানিসাগর দিয়ে অবাধে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অন্যান্য এলাকায় নেশা কারবারীদের জন্য পুলিশ প্রতিকূলতার সৃষ্টি করলেও এই এলাকায় নেশা কারবারীদের সাথে জড়িয়ে রয়েছেন একাংশ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এমনই অভিযোগ উঠেছে। গরু পাচারের মৃগয়াক্ষেত্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০◻ সংখ্যা ৪৯ ◻২৫ নভেম্বর ২০২৩ইং ◻৮ অগ্রহায়ণ ◻শনিবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অবৈধ ভোটার রুখিতে পরিকল্পনা!

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটাধিকার অন্যতম সাংবিধানিক অধিকার। জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে সরকার গঠন করেন। সেক্ষেত্রে বৈধ ভোটাররাই যাতে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করা জরুরী। ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং ভুয়ো ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা গুরুতর অপরাধ। তাতে গণতন্ত্র সবল হওয়ার পরিবর্তে দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সে কারণেই ভোটার তালিকা সতর্কভাবে প্রণয়ন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভুয়ো ভোটার রুখতে নয়া বিল আনতে চলেছে মোদী সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন এবার ভোটার কার্ডের সঙ্গে জন্ম এবং মৃত্যু সংশাপত্র লিঙ্ক করার প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছ। এতে কিছুটা হলেও ভুয়ো ভোটার আটকানো যাবে বলে মনে করছে মোদী সরকার।জনগণনা শুরু করার আগেই এই প্রক্রিয়া শুরু করতে চাইছে মোদী সরকার। সামনেই লোকসভা ভোট। ২০২৪-র লোকসভা ভোটের আগে সেই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে চাইছে মোদী সরকার। সেকারণে শীঘ্রই এই নিয়ে বিল আনতে চাইছে তারা। সেকারণেই ভোটার কার্ডের সঙ্গে জন্ম এবং মৃত্যুর সংশাপত্র লিঙ্ক করাতে চাইছে মোদী সরকার।অমিত শাহ বলেছেন জন্ম এবং মৃত্যুর সংশাপত্র তৈরির সময় যে তথ্য জমা করা হয় বিভিন্ন সরকারি দফতরে তা যদি ভোটার কার্ডের সঙ্গে লিঙ্ক করা হয় তাহলে অনেকটাই সুবিধা হবে নির্বাচন কমিশনের। জন্ম এবং মৃত্যুর সংশপত্র লিঙ্ক করার প্রক্রিয়া নিয়ে সংসদে বিল পেশ করা হবে বলে জানিয়েছেন অমিত শাহ।এতে অনেক সুবিধা হবে বলে জানিয়েছেন অমিত শাহ। জন্মের সংশাপত্র যদি কমিশনের ওয়েব সাইটের সঙ্গে লিঙ্ক করানো থাকে তাহলে ১৮ বছর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নাম ভোটার তালিকায় উঠে যাবে। আলাদা করে আর আবেদন করতে হবে না। ঠিক একই ভাবে কোনও ব্যক্তি যদি মারা যায়। তাঁর মৃত্যুর সংশাপত্র ইস্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটার তালিকা থেকে তার নাম বাদ পড়ে যাবে।আলাদা করে ভোটার তালিকা থেকে মৃত ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে না। বা বাড়ির লোকেদের ছোটাছুটি করতে হবে না। অনায়াসেই সেটা হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন অমিত শাহ। মূলত ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দিতেই এই প্রক্রিয়া করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। যদিও পুরোটাই এখনও পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে। তবে জনগণনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়া শুরু করার পরিকল্পানা করা হচ্ছে। তার আগে সংসদে এই নিয়ে বিল পেশ করতে চাইছে মোদী সরকার। সংসদে বিল পাস করানোর পরেই এই প্রক্রিয়া গোটা দেশে চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে।

আগামীকাল মারাদোনার চলে যাওয়ার তিন বছর পূর্তি

শান্তি রায় চৌধুরী

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর(হি.স.) : শনিবার মারাদোনার চলে যাওয়ার তিন বছর পূর্তি। অসময়েই চলে গেছেন ফুটবল জাদুকর দিয়েগো আরমান্দো মারাদোনা। ঠিক তিন বছর আগে, ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর নিজের বাসায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেছেন ফুটবল দুনিয়ায় অবিসংবাদিত এই সম্রাট।মারাদোনার বিদায়ের এই তিন বছরে ফুটবল বিশ্বে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। সবচেয়ে বড় যেটা হচ্ছে ২৮ বছর পর শিরোপা মেসিদের হাতে উঠেছে। মারাদোনা দেখে যেতে পারেননি। বেঁচে থাকলে হয়তো গ্যালারিতে শিশুর মত লাফাতেন।তিনি চলে যাওয়ার পর কত কিছুই না ঘটে গেছে বিশ্ব ফুটবলে। তাকে স্মরণীয় করে রাখতে তালিয়ান ক্লাব নাপোলি তাদের এক ম্যাচে মাঠে নেমেছে ম্যারাডোনার ছবি আঁকা জার্সি পরে। আজ নাপোলি স্টেডিয়ামের সামনে বসেছে তার পূর্ণ আকৃতির ব্রোঞ্জমূর্তি। নাপোলি আবার তাদের স্টেডিয়ামে নাম বদলে দিয়েছে। সেটি হয়েছে দিয়েগো আরমান্দো মারদোনা স্টেডিয়াম। সেই স্টেডিয়ামের সামনে তো মারাদোনার আবক্ষ মূর্তিই শোভা পাচ্ছে।সারা বিশ্ব ফুটবল অবশ্যই এই দিনটাতে তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে,কিন্তু নাপোলিটানদের মতো মারাদোনার প্রতি ভালোবাসা দেখাতে পেরেছে আর কারা! সেখানে তার নিত্যনতুন ম্যুরাল হয়। প্রতিবারই তার মৃত্যুবার্ষিকীতে তাদের আবেগটা হয়ে থাকে বেশিই।ফুটবল রাজপুত্রকে নিয়ে নানা বিতর্কিত ঘটনা সামনে আসার পরও তাকে নিয়ে আবেগে ভাসে মানুষ।

অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপ: আজ সন্ধ্যায় মুখোমুখি হচ্ছে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা

জাকার্তা, ২৪ নভেম্বর(হি.স.) :একদিন আগে সুপার ক্লাসিকোয় মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল -আর্জেন্টিনা। একদিন যেতে না যেতেই আবারও ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনার মহারণে মুখোমুখি। তবে এবারের লড়াইটা অনূর্ধ ১৭ যুব বিশ্বকাপে। আজ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে মেসি-নেইমারদের উত্তরসূরিরা। শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কী আছে দানি আলভেজের ভাগ্যে, ৯ বছরের কারাদণ্ড দাবি

বার্সিলোনা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : এক বছর আগে বার্সেলোনার এক নৈশ ক্লাবে এক তরুণীকে ধর্ষণ করেছিলেন ব্রাজিলের প্রাক্তন তারকা ফুলব্যাক দানি আলভেজ। এই আলভেজের ৯ বছর কারাবাসের শাস্তি দাবি করেছেন স্পেনের কেঁসুলিরা।আর ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো ক্ষতিপূরণ দাবি করেন কেঁসুলিরা।গত জানুয়ারিতে আলভেজ গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে বার্সেলোনার জেলে দিন কাটাচ্ছেন ব্রাজিল তারকা আলভেজের বিচারের দিন এখনো ধার্য হয়নি।স্পেনের আইন অনুযায়ী, অনলাইনে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণ, এই দুই অপরাধের জন্য আলাদা শাস্তির বিধান আছে। ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে ১৫ বছরের কারাবাসের শাস্তিও হতে পারে।

চিৎপুরে বচসার জেরে রাস্তার উপরই কুপিয়ে খুন যুবক

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : দুই যুবকের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন যুবক। শুক্রবার সকালে পর পর এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল চিৎপুর এলাকা। ছুরির আঘাতে প্রথমে গুরুতর জখম হন এক যুবক। তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা কিছুক্ষণ পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর নাম শেখ দুলারা, বয়স ২৯ বছর। এক অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কে এল দাস রোডে দুই যুবক নেশা করে রাতে সেখানেই শুয়েছিল।

স্বাধীনতার সশস্ত্র লড়াই

মুনশী আবদুল মাননান

পলাশী যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনীর সঙ্গে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজুদ্দৌলার বাহিনীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে কার্যত স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা হরণের অব্যবহিত পরেই শুরু হয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লড়াই। এই লড়াই ছিল সশস্ত্র। একশ বছর ধরে এ লড়াই চলে।

হল ওয়েলের মতে, ১৭৫৮ সালেই ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত নবাব মীরজাফর ইংরেজ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। ইংরেজ দমনে তিনি ডাচদের সাহায্য কামনা করেছিলেন। স্থির হয়েছিল, ডাচরা বাটাভিয়া থেকে সৈন্য পাঠাবে এবং সেই সৈন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আদৌ চূচড়ার ডাচ ঘাঁটির কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে মীর জাফরের বা তার প্রতিনিধির কোনো সলা-পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিনা তার কোনো বিবরণ আর কোনো লেখায় পাওয়া যায় না। এ কারণে অনেক ঐতিহাসিকই এ ঘটনাকে স্বীকার করতে চান না। তবে মীর জাফরের সেই সময়কার নাজুক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে তার পক্ষে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণের বাস্তবতাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। উল্লেখ করা যেতে পারে, তখন নবাবের বাহিনীতে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। তাছাড়া সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহও সংঘটিত হয়েছিল। সম্ভবত ঐ বছরই দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের বিহার আক্রমণ তার এ উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তীতেও তিনি আর ঐ উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ পাননি।

১৭৬০ সালে মীর জাফরের জামাতা মীর কাশেম তার বদলে নবাবী লাভ করেন। মীর কাশেমের নবাবী লাভে ইংরেজদের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তাদের ধারণা ছিল, মীর কাশেম মীর জাফর অপেক্ষা তাদের বেশি অনুগত থাকবে। কিন্তু আসলে মীর কাশেম ছিলেন স্বাধীনতার এক অমিততেজা সৈনিক। ইংরেজদের সাথে তার সখ্য ছিল লোক দেখানো। তিনি পরিষ্কার উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইংরেজদের এখনই দমন না করতে পারলে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা যাবে না। প্রথমদিকে মেদিনীপুর, ঢাকা, রামগড় প্রভৃতি এলাকায় বিদ্রোহ এবং সম্রাট শাহ আলমের দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণের প্রস্তুতি তাকে কিছুটা বিচলিত করলেও অচিরেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। বিদেশ থেকে প্রশিক্ষক এনে সৈন্যদের আধুনিক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং বাহিনীকে আরো সুগঠিত করেছিলেন। তার এই রণ প্রস্তুতিই ইংরেজ বাহিনীর পাটনা আক্রমণের মূল কারণ। এরপরই ইংরেজ ও মীর কাশেমের বাহিনীর মধ্যে আরো কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এর মধ্যে বক্সারের যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধের আগে তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সাথে চুক্তিতে উপনীত হয়েছিলেন। এই তিন পক্ষের সম্মিলিত বাহিনী বক্সারে ইংরেজ বাহিনীর মোকাবিলা করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই যুদ্ধেও মীর কাশেমের পরাজয় হয়েছিল। ইতিমধ্যে মীর জাফর ইংরেজদের বদান্যে দ্বিতীয়বার নবাবী লাভ করেন। পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন অংশে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগঠিত করার কাজে মীর কাশেম নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন এবং শেষ পর্যন্ত উদরী রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশেমের পরাজয় ইতিহাসে আরো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তার পরাজয় ছিল সেই সময়কার ইংরেজের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের পরাজয়। পলাশী যুদ্ধে ইংরেজরা বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপনের যে সূচনা করেছিল বক্সারের যুদ্ধে সেই প্রভুত্ব হয়েছিল আরো সুসংহত। এই সাথে ভারত বিজয়ের সুযোগও বেড়ে গিয়েছিল। বক্সারের যুদ্ধ ছিল স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের একটা শক্তিশালী প্রয়াস।

১৭৬৩ সালে বাংলায় এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল। এই বিপ্লবের উদ্গাতা ছিলেন মজনুশাহ। ইতিহাসে তার এ বিপ্লবকে 'ফকির বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার মাদারী সম্প্রদায়ভুক্ত ফকিররা বাংলা থেকে বিহার পর্যন্ত বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া এই বিপ্লবে নবাব সিরাজদ্দৌলাহর সৈন্যবাহিনীর বিতাড়িত সৈনিকরাও অংশগ্রহণ করেছিল। ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত এ বিপ্লব অব্যাহত ছিল। ফকির সেনাদল ১৭৬৩ সালে প্রথম ঢাকার সদরঘাট ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করে তাদের অগ্রাভিযানের সূচনা করেছিল। এই আক্রমণে কুঠির বণিকরা বুড়িগঙ্গা দিয়ে নৌকাযোগে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। ১৭৬৬ সালে কুচবিহারের দিনহাটায় ফকির এবং সেই সাথে সন্ন্যাসীদের একটি মিলিত বাহিনী বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল ইংরেজ সেনাদল। ১৭৬৭ সালে বিহারের সাংরেসি জেলায় দু'টি যুদ্ধে ফকির বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়েছিল ব্রিটিশ ফৌজ। অনুরূপভাবে ফকির বাহিনী ১৭৬৯ সালে নেপাল সীমান্তের মোরাং অঞ্চলে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে নির্মূল করে দিয়েছিল ইংরেজদের এক বিশাল বাহিনী। ১৭৭২-৭৩ সালের দিকে রংপুরে ফকির বাহিনীর তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময় ফকির বাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ছাড়াও ইংরেজদের কুঠি ও জমিদারদের গোলা লুট করে নিরন্ন দরিদ্র মানুষের প্রাণ রক্ষায় এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। ১৭৭২ সালে ফকির বাহিনী রংপুরে যে হামলা চালিয়েছিল তাতে অংশ নিয়েছিল ৫০ হাজার ফকির সেনা। এই সময়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলে ফকির বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মধুপুর ও ভাওয়ালের জঙ্গলে ছিল এদের আস্তানা। এরা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, জমিদাররা এদের খাজনা দিতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া খুলনা, যশোর, ২৪ পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলেও ফকির বাহিনীর অভিযান বিস্তার লাভ করেছিল। মোট কথা, সমগ্র বাংলাদেশ ও বিহার ফকিরদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল। ১৭৮৬ সালে ফকির বিপ্লববের মহানায়ক মজনু শাহ ইন্তেকাল করলে এই বিপ্লবী তৎপরতায় ভাটার টান নেমে আসে, যদিও তার অনুসারীরা ১৮০০ সাল পর্যন্ত বিপ্লববের এই ঝান্ডা উডডীন রেখেছিলেন।

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মহীশুরের রাজা হায়দার আলী ও তার পুত্র টিপু সুলতানের অবদান ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। মহীশুরে হায়দার আলীর ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে ১৭৬৬ সালে ইংরেজ, মারাঠা ও নিজামের বাহিনী একযোগে হায়দার আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে থাকা হায়দার আলীর বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করেছিলেন। প্রথম তিনি অর্থের বিনিময়ে মারাঠাদের বশীভূত করেছিলেন এবং নিজামকে ইংরেজ মৈত্রীজোট থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। অতঃপর নিজামকে সাথে নিয়ে ইংরেজ বাহিনীর মোকাবিলা করেছিলেন ১৭৬৭ সালে। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন এবং নিজাম পুনরায় ইংরেজ পক্ষে যোগদান করেছিলেন। পরে আর একবার মারাঠা-নিজাম ও হায়দার আলীর মৈত্রী গড়ে উঠেছিল এবং তাদের এই মিত্র বাহিনী আর্কটের যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। ১৭৮০ সালে হায়দার আলীর মৃত্যু হয় এবং তার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান রাজা হন। তিনিও তার পিতার মত ইংরেজবিরোধী সংগ্রাম ও যুদ্ধ আমৃত্যু অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৭৮৯ সালে টিপু সুলতান ইংরেজদের মিত্র রাজ্য ত্রিবাংকুর আক্রমণ করলে কর্নওয়ালিস মারাঠা ও নিজামের সাথে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হয়ে টিপুর বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। চতুর্থ মহীশুর যুদ্ধ নামে পরিচিত এই যুদ্ধে (১৭৯০) শেষ পর্যন্ত টিপুর পরাজয় ও মৃত্যু হয়। পরে মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজ-এই তিন পক্ষ মহীশুর রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা বিরাট অধ্যায় জুড়ে আছে জিহাদ-আন্দোলন। সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের ও শিখদের নির্যাতন এবং মুসলিম সমাজে নানারকম শিরক-বিদ'আতের বিস্তার সর্বোপরি ইংরেজ আগ্রাসন জিহাদ-আন্দোলন সংগঠনে প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী। তার মৃত্যুর পর তারই পুত্র শাহ আবদুল আযীয দেহলবী আন্দোলনের একটি মজবুত ভিত্তি দাঁড় করিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য শিষ্য রায় বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদ সমগ্র ভারতে এ আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ব্যাপকভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে জিহাদের জন্য মুসলমানদের সংগঠিত করেছিলেন। এই বাংলাদেশের ও প্রায় এমন কোনো এলাকা ছিল না যেখানে জিহাদ আন্দোলনের বাণী না পৌঁছেছিল। বাংলার হাজার হাজার মানুষ জিহাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। জিহাদ আন্দোলনের কয়েকজন শীর্ষ নেতাও ছিলেন বাংলাদেশের। ইংরেজদের সাজানো মোকাদ্দমার নথিপত্র অনুযায়ী জিহাদ ঘোষিত হয়েছিল ১৮২৬ সালের ডিসম্বর। ১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ শাহাদত বরণ করার আগ পর্যন্ত মুজাহিদ বাহিনী বহু যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। বালাকোট যুদ্ধের পর আরও কিছুদিন মুজাহিদদের তৎপরতা অব্যাহত ছিল। মুজাহিদরা ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এলাকাভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সিপাহী বিপ্লব সংগঠন এই মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকজন জিহাদী নেতা সিপাহী বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

জিহাদ আন্দোলনের সমকালেই বাংলাদেশে ফরায়েজী আন্দোলন নামে আরেকটি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ। প্রথমদিকে এ আন্দোলন ধর্মীয় ভাবধারা ও সংস্কারধর্মী হলেও পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক রূপ লাভ করেছিল। ১৮২০ সালে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কারের বাণী পৌঁছানোর পাশাপাশি জমিদার, মহাজন ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের গণপ্রতিরোধ। হাজী শরীয়তউল্লাহ ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'এ দেশ শত্রু কবলিত রাষ্ট্র। ইংরেজ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অবৈধভাবে দেশ শাসন করছে। সুতরাং, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে দেশ স্বাধীন করা জনগণের একটি বৈধ অধিকার এবং এটি দেশবাসীর একটি পবিত্র দায়িত্ব।' তিনি আরও ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'সমস্ত সম্পদ ও যমীর মালিকানা আল্লাহর।... যমীর ওপর মালিক সেজে কর ধার্য করাও সম্পূর্ণ অবৈধ।' তার এই বৈপ্লবিক ঘোষণা সারাদেশে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া এ আন্দোলনের ঝান্ডা সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহাবিপ্লব শুরুর পরপরই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। এ সময় তার শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি ১৮৬২ সালে ইন্তেকাল করেন।

১৮৩১ সালে বাংলাদেশের ২৪ পরগনা, নদীয়া এবং ফরিদপুরে এক বিরাট কৃষক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর। তিনি ছিলেন হাজী শরীয়তউল্লাহর সমসাময়িক। জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং যুগপৎভাবে জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি নারিকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন। এই কেল্লা থেকেই তিনি তার বাহিনী পরিচালনা করতেন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় তার ক্ষমতা, প্রতাপ, সুনাম ও জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়েছিল যে, তিনি একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এলাকার জনগণ তাকে বাদশাহ বলে অভিহিত করতেন। ১৮৩১ সালেই বিখ্যাত বাঁশের কেল্লার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন এবং ধীরে ধীরে তার সূচিত জিহাদ স্তিমিত হয়ে যায়।

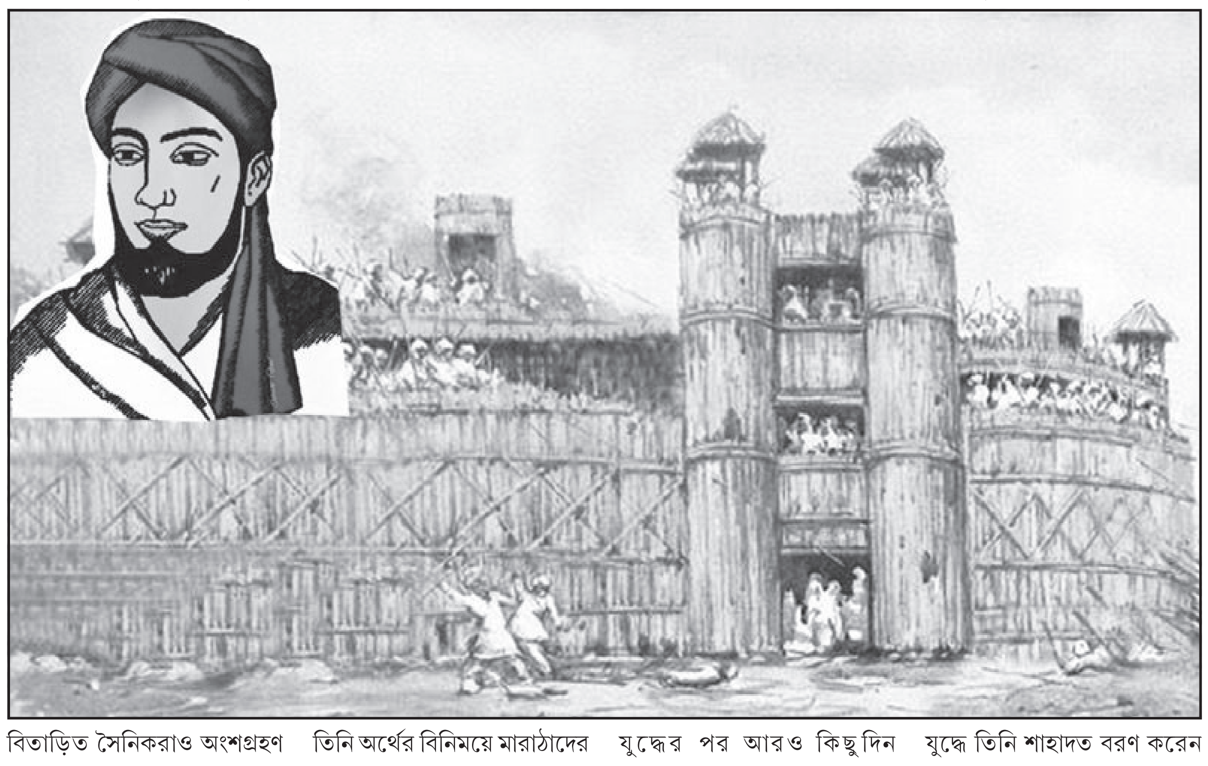

পলাশী যুদ্ধের পর থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত আরও বহু সংগ্রাম, আন্দোলন ও লড়াই বিভিন্ন এলাকায় হয়েছিল। এ সবের কয়েকটিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ত্রিপুরায় স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা শমসের গাজী, সন্দ্বীপের বিপ্লবী আবু তোরাব, নোয়াখালীর লবণ চাষীদের নেতা নওয়াব আলী, রংপুরের কৃষক অভ্যুত্থানের নায়ক নূর উদ্দীন, বরিশালের সুবান্দিয়া বিপ্লবের সংগঠক বোলাকী শাহ। মোটকথা, মুসলমানদের শতাব্দীব্যাপী বিপ্লব, অভ্যুত্থান, আন্দোলন ও লড়াই ১৮৫৭ সালের বিপ্লবকে সম্ভব করে তুলেছিল এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বিপ্লবের বাণী সর্বত্র পৌঁছে দিতে অসাধারণ ভূমিকা ও অবদান রেখেছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অসাধারণ তাৎপর্যময় একটি ঘটনা। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে এটা ছিল প্রথম সর্বভারতীয় প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম জাতীয় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এক নতুন ধারা ও প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিণতির পথে অগ্রসর হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতা আরও একটা মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। বিপ্লব ব্যর্থ না হলে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটতো, একশ' বছরের পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত হয়ে পুনরায় স্বাধীন-সার্বভৌম ভারতের অভ্যুদয় ঘটতো। কিন্তু, বিপ্লব সফল না হলেও আরেক ধরনের বিরাট পটপরিবর্তন ঘটলো। এই পরিবর্তন পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আন্দোলন, রাজনীতি ও ঘটনাপ্রবাহের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। ১৮৫৭ সালের পর যে পরিবর্তনগুলো দৃশ্যগ্রাহ্য হয়ে উঠলো তার মধ্যে কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের হাতে চলে যাওয়া, হিন্দু জাতীয় চেতনার উত্থান এবং এর মুসলমানদের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ থেকে সরে আসার প্রেক্ষাপটে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের স্ব-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপমহাদেশের পরবর্তী ইতিহাস এই পরিবর্তনগুলোর ওপর ভিত্তি করেই আবর্তিত ও গঠিত হয়েছে।

১৮৫৭ সালের পূর্ববর্তী একশ' বছর ভারতীয় মুসলমানেরা স্বাধীনতা পুনঃরুদ্ধারের জন্যে যে সশস্ত্র লড়াই পরিচালনা করেছে তার পটভূমিতেই সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয় সে কথা পা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সিপাহী বিপ্লবের সংগঠকও ছিল মুসলমানরা। ফলে স্বাভাবিক কারণেই বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের উপর অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও নির্যাতন নেমে আসে। মুসলমান পরিচয়ই অপরাধের কারণ বলে বিবেচনা লাভ করে। হাজার হাজার মুসলমান সংগ্রামীকে হত্যা করা হয়, হাজার হাজার মুসলমানকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং বিচারের নামে প্রহসন করে তাদের দ্বীপান্তর বা বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়। মুসলমানদের সম্পদ-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়। এই নিপীড়ন-নির্যাতনের কারণে অনেকে বনে- জঙ্গলে ও বিদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এর আগে ১৭৬৩ সালে কোম্পানির দেওয়ানী গ্রহণ, ১৭৮৩ সালে দশসালা ও ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন, ১৮৩৭ সালে ফার্সির বদলে অফিস-আদালতে ইংরেজি ভাষার প্রচলন, ১৮৪৭ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট জারি ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিকভাবে মুসলমানদের সর্বস্বান্ত করে নিসতম স্থানে নামিয়ে আনা হয়। সিপাহী বিপ্লবের পর যা বাকি ছিল, তা করা হয় অত্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক। মুসলমানরা যাতে আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এই পর্যায়ে ভারতের শাসন কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হয়ে যায় ব্রিটিশ রাজের হাতে। এই হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে প্রথমত, কোম্পানিকে গণহত্যা, নিপীড়ন ও শোষণের অপরাধ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতে ইংরেজ অধিকারকে আরো পাকাপোক্ত ও মজবুত করা হয়। সিপাহী বিপ্লবের পর মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় কোন পর্যায়ে নেমে এসেছিল তার বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অমানবিক। মুসলিম জাতি ও সমাজ এক চরম প্রান্তিক অবস্থানে নেমে আসে। এই সম্পূর্ণ বৈরী অবস্থান ও পরিবেশে মুসলমানদের রক্ষা করা ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত করার জন্য পরবর্তীতে কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমান এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাদের মাধ্যমে ও প্রেরণায় স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন সূর্য উদিত হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলা পুর নিগমে মেয়র দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

২৭ নভেম্বর থেকে সুন্দরবনে বার্ষিক ব্যার্ঘ গণনা শুরু হবে

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বার্ষিক বাঘ গণনা ২৭ নভেম্বর শুরু হবে, শুক্রবার বন বিভাগের একজন বর্ষীয়ান আধিকারিক একথা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, বাঘ গণনা দেশব্যাপী গণনার একটি অংশ।

ক্যামেরা ট্র্যাপ অনুশীলনটি প্রথম পর্যায়ে দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার কিছু সংলগ্ন অংশে শুরু হবে। তারপর সেটি সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ (এসটিআর) এর জঙ্গলে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলবে। ক্যামেরা ট্র্যাপ অনুশীলনের দ্বিতীয় পর্বে সুন্দরবনের আরও কিছু সংলগ্ন অংশ কভার করা হবে। ৪০ জনেরও বেশি বনকর্মী এবং কিছু স্থানীয়কে আদমশুমারিতে জড়িত করা হবে। তাদের ক্যামেরা প্রযুক্তি ব্যবহার এবং কীভাবে তাদের কাছ থেকে বাঘ সম্পর্কিত ডেটা পুনরুদ্ধার করা যায় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বাঘের গতিবিধি রেকর্ড করার জন্য ৭২০টি কৌশলগত পয়েন্টে প্রায় ১,৫০০টি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। শেষ গণনা অনুসারে, সুন্দরবনে ১০১টি বাঘ রয়েছে, তাদের মধ্যে ২০টি এসটিআর-এর বাইরে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে।

পাকাপাকিভাবে বন্ধ দিল্লির আফগান দূতাবাস

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল ভারতের আফগান দূতাবাস। আফগানদের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তালিবানের ক্রমাগত চাপের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। ২৩ নভেম্বর থেকে পাকাপাকিভাবে দিল্লিতে আফগান দূতাবাসের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আফগান দূতাবাসের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, "ভিসা পুনর্নবীকরণ-সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে ভারত সরকারের তরফে প্রত্যাশিত সাহায্য মেলেনি। ভারত সরকারের ক্রমাগত অসহযোগিতার কারণেই ২৩ নভেম্বর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল দিল্লির আফগান দূতাবাস। গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকেই দূতাবাসের সব কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আশা ছিল এই সিদ্ধান্তের পর ভারত সরকার আফগান দূতাবাসকে সাহায্য করবে।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দিল্লির আফগান দূতাবাসের দখল নিতে ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে গিয়েছে তালিবান। তাই বাধ্য হয়েই পাকাপাকিভাবে দূতাবাস বন্ধ করা হল।

দূতাবাসের তরফে আরও বলা হয়, কাবুলে গণতান্ত্রিক সরকার না থাকলেও প্রবল চাপের মধ্যে কাজ চালিয়ে গিয়েছে তারা। ভারতে বসবাসকারী আফগানদের জন্য কূটনীতিকরা কাজ করেছেন। তবে দূতাবাস বন্ধের খবর জানিয়ে বলা হয়, গত দুবছরে ভারতে আফগানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে ভিসা দেওয়ার সংখ্যা। তবে কঠিন সময়েও আফগানদের পাশে থেকেছে আফগানিস্তানের দূতাবাস।

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লির আফগান দূতাবাসের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দেশ ছেড়ে চলে যান আফগান কূটনীতিকরা। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ ঘানি আমলে নিযুক্ত দিল্লির আফগান দূতাবাসের কর্মীদের সঙ্গে তালিবান প্রশাসনের কিছুতেই বনিবানা হচ্ছিল না। এর আগেও দিল্লিতে আফগানিস্তানের দূতাবাস দখল করার চেষ্টা চালিয়েছে তালিবান। কাবুল থেকে টাকা না মেলার দরুন আফগান দূতাবাসের কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

রাষ্ট্রপতি ভবনে শনিবার প্রহরী বদল নয়

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি ভবনে শনিবার গার্ডের কোনও পরিবর্তন হবে না। শুক্রবার একটি সরকারী বিবৃতি জারি করে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

গার্ড পরিবর্তন অনুষ্ঠান একটি সামরিক ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে। এই ঐতিহ্য রক্ষার অনুষ্ঠান প্রতিসপ্তাহে করা হয়। প্রতি সপ্তাহে রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষীদের (পিবিজিএস) একটি নতুন দলকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতির পোলো কাপ প্রদর্শনী ম্যাচ আয়োজনে পিবিজি-এর ব্যস্ততার কারণে শনিবার (২৫ নভেম্বর, ২০২৩) রাষ্ট্রপতি ভবনে গার্ড পরিবর্তনের অনুষ্ঠান হবে না।

উত্তরকাশী: নির্মাণাধীন টানেলে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে: হাসনাইন

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরকাশীর নির্মাণাধীন টানেলে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে বলে শুক্রবার জানালেন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এনডিএমএ) সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) সৈয়দ আতা হাসনাইন। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে দ্রুত কাজ চলছে।

তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার ড্রিলিংয়ের সময় মেশিনে ধাতুর টুকরো (বার) আটকে যাওয়ায় ড্রিলিং ব্যাহত হয়। এদিন সেটা সরানো সম্ভব হয়েছে। বৃহস্পতিবার যে পাইপ দিয়ে শ্রমিকদের খাবার, অক্সিজেন ও ওষুধ ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছিল এদিন সেই পাইপ মেরামত করা হয়েছে। এই পাইপটি এক জায়গায় বাঁকানো ছিল। এটাও শুক্রবার ঠিক করা হয়েছে।

শুক্রবার এখানে এক সংবাদিক সম্মেলনে হাসনাইন বলেন, প্রতিবন্ধকতার কারণে বৃহস্পতিবার খনন কাজ ব্যাহত হয়। এখন আমাদের চেষ্টা খনন কাজ দ্রুততর করা।

এই অভিযান কোনো যুদ্ধের চেয়ে কম নয়। এজন্য অত্যন্ত যত্ন সহকারে কাজ করা হচ্ছে। এই কাজ কবে শেষ হবে সেটা এখনও নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তবে শ্রমিকরা যাতে কোনও ধরনের সমস্যায় না পড়ে সেটাই আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা চাই এই অভিযান সফল না হওয়া পর্যন্ত তাদের মনোবল অটুট থাকুক।

তাই শ্রমিকদের তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিকদের মনোবল বজায় রাখতে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাদের স্বাস্থ্যেরও যত্ন নেওয়া হচ্ছে। কর্মীদের উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) দল।

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি এম ফাতিমা বেভি

পাঠানমথিত্তা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি এবং তামিলনাড়ুর প্রাক্তন গভর্নর এম ফাতিমা বেভিকে শুক্রবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। শহরের জুমা মসজিদের কবরস্তানে তাঁকে শায়িত করা হয়েছে।

এদিন বিকেলে শত শত মানুষ কেরলের পাঠানমথিত্তা টাউন হলে ভিড় জমিয়েছিল। সেখানে প্রয়াত বিচারপতির মরদেহ জনসাধারণের জন্য রাখা হয়েছিল। যাতে জনসাধারণ তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। কেরালা সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের হয়ে পাঠানমথিত্তা জেলা কালেক্টর এ শিবু, আইএএস, মৃতদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শেষশ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ডিপফেক রুখতে শূন্য সহনশীলতা নীতি কেন্দ্রের, সোশাল মিডিয়াগুলোকে ৭ দিনের সময়

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): ডিপফেক রুখতে কড়া কেন্দ্র সরকার। এবিষয়ে এর শিগগিরি কেন্দ্র একজন অফিসারকে নিয়োগ করতে চলেছে যিনি এই ধরনের কনটেন্টের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করবেন। একই সঙ্গে তথ্য ও প্রযুক্তি আইন মেনে যথাযথ ভাবে চলার জন্য সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে ৭ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রক একটি ওয়েবসাইট খুলতে চলেছে। সেখানে ইউজাররা তথ্য ও প্রযুক্তি আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ জানাতে পারবেন। কেন্দ্র তাঁদের এফআইআর দায়ের করতে সাহায্যও করবে। এরই সঙ্গে চন্দ্রশেখর জানিয়েছেন, সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে ৭ দিনের ডেডলাইন দেওয়া হয়েছে, যা শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে। তথ্য ও প্রযুক্তি আইন মেনে যথাযথ ভাবে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের। আর এই বিষয়ে শূন্য সহনশীলতা নীতি নিয়েই চলবে কেন্দ্র, সতর্কতা মন্ত্রীর। এই ধরনের ভিডিও বানালে বা ছড়ালে ১ লক্ষ টাকার জরিমানা গুনতে হবে।

সম্প্রতি অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দানার ডিপফেক ভিডিও নিয়ে তুমুল বিতর্ক দানা বেঁধেছে। খোদ প্রধানমন্ত্রীও উদ্বিগ্ন। গতকাল, বুধবার জি-২০ ভারচুয়াল সামিটে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই এই এআই প্রযুক্তিকে উন্নত করা উচিত। এই প্রযুক্তি সকলের কাছে পৌঁছানো উচিত। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই প্রযুক্তি যেন সমাজের জন্য নিরাপদ হয়। বর্তমান দিনে ডিপফেক একটা বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত দুই চোর

বাঁকুড়া, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : চুরি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লো দুই চোর।বৃহস্পতিবার রাতে বিষ্ণুপুরে এই ঘটনা ঘটে।শীতের রাতে চুরি ঠেকাতে বিষ্ণুপুর শহরে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে বাঁকুড়ার কেঠারডাঙ্গার তিনজন বিষ্ণুপুর শহরে একটি বাড়িতে হানা দেয়।বন্ধ ঘরে ঢোকার সময় সাদা পোশাকে ডিউটিরত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।তিনজনের মধ্যে দুজনকে পুলিশ ধরে ফেলে, অপরজন পালাতে সক্ষম হয়।ধৃত দুজনেরই বাড়ি কেঠারডাঙ্গায়।একজনের নাম তাজ মহম্মদ খান ওরফে বাঁকা (৪৩)অপরজন আলী মহম্মদ খান (২৩) ওরফে রিন্টু।তাদের কাজ থেকে তালা ভাঙ্গা ও দরজা জানালার রড কাটার যন্ত্রপাতি ও চোরাই মাল উদ্বার করেছে পুলিশ।ধৃতদের শুক্রবার আদালতে তোলা হবে বলে বিষ্ণুপুর পুলিশ আধিকারিক জানান।

আমডাঙায় তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেফতার ১

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : আমডাঙায় পঞ্চায়েত প্রধান খুনের ৮ দিন পর ভিন জেলা থেকে গ্রেফতার হল ১ জন। আলমগীর শেখ ওরফে আফতার শেখ নামে ওই ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার রাতে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থেকে গ্রেফতার করেছে আমডাঙা থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, আলমগীরের সঙ্গে বাংলাদেশ যোগাযোগ রয়েছে।

জানা গিয়েছে, আলমগীর ওরফে আফতার বোমা তৈরিতে দক্ষ। তার তৈরি বোমা দিয়েই আমডাঙার পঞ্চায়েত প্রধান রূপচাঁদ মণ্ডলের উপর হামলা চালানো হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। গত ১৬ নভেম্বর রাতে আমডাঙার কামদেবপুর হাট থেকে ফেরার পথে প্রকাশ্য রাস্তার উপর বোমাবাজিতে খুন হন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান রূপচাঁদ মণ্ডল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, জমি নিয়ে এলাকারই একজনের সঙ্গে অশান্তি চলছিল রূপচাঁদের। তাকেই প্রধান অভিযুক্ত বলে চিহ্নিত করে মৃত তৃণমূল নেতার পরিবার। উঠে আসে তৃণমূলের সঙ্গে একদা দূরত্বের বিষয়টিও। তদন্তে নেমে সেইসব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এর আগেও সন্দেহভাজন হিসেবে তোয়েব নামে একজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। জমি বিবাদের ঘটনায় তোয়েবের বাবার সঙ্গে মৃত রূপচাঁদের গন্ডগোল ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। অভিযুক্তদের খুঁজতে গিয়ে আলমগীরের নাম হাতে আসে তদন্তকারীদের। জানা যায়, ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে ডোমকলে গা ঢাকা দিয়েছে সে। সেখান থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার ছক ছিল বোমা তৈরিতে ওস্তাদ আলমগীর। এর পরই তাকে হাতেনাতে ধরতে ডোমকল থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমডাঙার পুলিশ। শেষমেশ অভিযান চালিয়ে আলমগীরকে পাকড়াও করা হয়। বানচাল হয়ে তার বাংলাদেশ পালানোর ছক।

"তোমার সঙ্গে প্রতিটা মুহূর্তই সুন্দর অধ্যায়", বিবাহবার্ষিকীতে আদুরে পোস্ট ঋদ্ধিমার

'তোমার সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত একটি সুন্দর অধ্যায়। শুভ বিবাহবার্ষিকী !' ছয় বছরের বিবাহবার্ষিকীতে স্বামী গৌরব চক্রবর্তীর জন্য বিশেষ পোস্ট স্ত্রী ঋদ্ধিমার।

সদ্য বাবা-মা হয়েছেন। বাবা-মা হিসেবে নিজেদের নতুন জীবন চুটিয়ে উপভোগ করেছেন গৌরব চক্রবর্তী-ঋদ্ধিমা ঘোষ। আড়াই মাসের ধীরকে নিয়ে ঘুরতেও বেরিয়ে পড়েছেন দু"জনে।পাহাড়ের কোলে একরত্তি ধীরকে নিয়ে বিশেষ দিনটা উদযাপন করছেন তারকা দম্পতি। সেখান থেকেই এদিন কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন ঋদ্ধিমা, যেখানে

ভারত ও নেপাল সেনাবাহিনীর মধ্যে যৌথ সামরিক মহড়া 'সূর্য কিরণ'-এর সূচনা

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার পিথোরাগড়ে ভারত ও নেপালের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত যৌথ সামরিক মহড়া ''সূর্য কিরণ-১৭ (২০২৩)'' সূত্রপাত হয়েছে। এই যৌথ সামরিক মহড়া ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। মোট ১৪ দিন ধরে এই মহড়া চলবে। নেপালি সেনাদলের প্রতিনিধিত্ব করছে নেপালি সেনাবাহিনীর তারাদল ব্যাটালিয়ন, আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করছে ''পঞ্চ শুল ব্রিগেড''-এর কুমায়ুন ব্যাটালিয়ন। শুক্রবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, উভয় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা একে অপরের সঙ্গে প্রশিক্ষণের সুযোগের জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা এই অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার অঙ্গীকারের ওপর জোর দেন। এই অনুশীলনের মাধ্যমে ভারত ও নেপালের সৈন্যদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, একে অপরের সেরা অনুশীলন থেকে শিখতে এবং একে অপরের যুদ্ধে দক্ষতা সম্পর্কে গভীরভাবে বোঝবার একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে। এই যৌথ সামরিক মহড়ায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং মানবিক সহায়তা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বিমান চালানোর দিকগুলির প্রশিক্ষণ সহ বিস্তৃত কৌশলগত প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মহড়ার সময় সন্ত্রাসবাদ প্রভাবিত এলাকায় নতুন প্রজন্মের সরঞ্জাম, নতুন সিস্টেম সিমুলেটর এবং ড্রোনের ব্যবহার করা হয়েছে।

স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা খুন করল স্বামী

জয়নগর, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : সন্দেহের বসে স্ত্রীর গলার নলি কেটে খুন করল স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানা এলাকার হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নলিকাটার মোড় এলাকায়। মৃতার নাম অপর্না বৈদ্য (২৮)। ঘটনার পরেই পলাতক স্বামী। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

মগরাহাট এলাকার বাসিন্দা অপর্না বৈদ্য। তার সাথে ১৭ বছর আগে বিয়ে হয় পরিমল বৈদ্যর। তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। সোশাল মিডিয়ায় রিল বানাতেন অপর্না। তার বেশকিছু বন্ধুবান্ধব ছিল। তার জেরেই অশান্তি লেগে থাকত। মাঝখানে কিছুদিন স্বামীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি। তাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। ছেলেটি সপ্তম শ্রেনিতে পড়ে ও মেয়েটি নার্সারিতে পড়ে। ছেলে অয়ন বৈদ্য জানায় প্রায়ই বাবা ও মায়ের মধ্যে ঝামেলা হত। বাবা মাকে মেরে ফেলার হুমকি দিত। এদিন সে যখন টিউশান পড়তে যায় তখন এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

থমকে গেল লিলুয়ায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ

হাওড়া, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার হাওড়ার লিলুয়ায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া সম্পূর্ণ হলেও শেষ পর্যন্ত ভাঙার কাজ থমকে গেল।

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে বৃহস্পতিবারই ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে ভাঙার কাজ শুরু করার নির্দেশ ছিল বিচারপতির। কিন্তু জানা গিয়েছে, হাওড়ার লিলুলায় অবস্থিত এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙা রুখতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেছেন ওই সম্পত্তির মালিক। আগামী মঙ্গলবার ২৮ নভেম্বর মামলার শুনানি। ডিভিশন বেঞ্চে মামলা গৃহীত হওয়ার পর আইনজীবীরা আবেদন করেন মামলা না শোনা অবধি যেন ভাঙার কাজ শুরু না হয়। সেই কারণে এদিন ভাঙার কাজ স্থগিত। যদিও আইনজীবীদের তরফে খোলসা করা হয়েছে এটা কোনও স্থগিতাদেশ নয়।

জটিলতা লিলুয়ার ২৯৫ স্কোয়ার মিটারের নির্মাণ নিয়ে। সেই অংশটুকুই ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, কোনও বেআইনি নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। হাওড়ায় আমার বাড়িও আছে। সেটাও যদি কোনও দিন বেআইনি বেরোয়, তাহলে তাঁকেও বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে হবে।

বিকাশ ভবনের অদূরে রাজপথে অবস্থান বিক্ষোভ চাকরি প্রার্থীদের

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : ধর্মতলার পর এবার শিক্ষা দফতরের অফিস তথা বিকাশ ভবনের অদূরেই শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। গত বুধবার থেকে বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে অনশন। আমরণ অনশনের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। সারা রাত ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় খোলা আকাশের নীচেই বসেছিলেন তাঁরা। শুক্রবার সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লেন দুই চাকরি প্রার্থী। কার্যত মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন তাঁরা। তাঁদের দুজনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, সরকার তাঁদের দাবি না মানা পর্যন্ত তাঁরা অনশন জারি রাখবেন। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিকাশ ভবনের কাছে আন্দোলন শুরু হয়েছে বলে দাবি প্রার্থীদের। কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়েই রাজপথে বসেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। আন্দোলনকারীরা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী তো বলেন আইন মেনে নিয়োগ হোক। আমরাও চাই আইন মেনেই নিয়োগ হোক। অবিলম্বে সিট আপডেট করতে হবে।বর্ধিত আসনে নিয়োগের দাবি নিয়েই করুণাময়ীতে শুরু হয়েছে উচ্চ প্রাথমিকের চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ। প্রার্থীদের অনেকেরই চাকরির বয়স পেরিয়ে গিয়েছে। তাঁদের কাছে বিকল্প কোনও উপায় নেই বলেও দাবি করছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, 'আপডেটেড ভ্যাকেন্সি' বা বর্ধিত শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে। এই দাবি নিয়ে ৫২৭ দিন ধরে মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ করছেন তাঁরা। তবে কোনও সুরাহা না হওয়ায় এবার বিক্ষোভের স্থান পরিবর্তন করেছেন। কোনও অবস্থাতেই আন্দোলন তথা অনশন থেকে সরতে নারাজ তাঁরা।

শব্দবিধি মেনে নবদ্বীপে রাস উৎসবে মিউজিক সিস্টেম ব্যবহারে সায় আদালতের

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): ২৭ নভেম্বর নবদ্বীপে রাস উৎসেবর শোভাযাত্রায় কোনও মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা যাবে না। এমন সতর্কবার্তা লেখা লিফলেট বিলি করেছিলেন স্থানীয় থানার আইসি। সেই সতর্কতা শুক্রবার খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট।

২৭ নভেম্বর নবদ্বীপে রাস উৎসব। হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশ, শব্দবিধি মেনে নবদ্বীপের রাস উৎসবে মিউজিক সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে। নবদ্বীপ থানার আইসির তরফে প্রচার করা সতর্কবার্তায় আরও জানানো হয়েছিল, প্রতি পুজোর থেকে তিন থেকে পাঁচ জন করে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারবেন। পুলিশের এই সিদ্ধান্তে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি কলকাতা হাইকোর্ট। মামলাকারীর দাবি, থানার তরফে প্রচারিত বিভিন্ন সতর্কবার্তা নিয়ে নবদ্বীপের সাধারণ ভক্তদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ রয়েছে। অন্যদিকে, এই রাসে শব্দদানবের তাণ্ডব নিয়ে আগেই সরব হয়েছিলেন শান্তিপুরের পরিবেশপ্রেমীরা। রাসের শোভাযাত্রায় মিউজিক সিস্টেম, ডিজে বক্সের তীব্র আওয়াজে সমস্যার মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। হাইকোর্টের রায়ে শব্দদানবের তাণ্ডব রোধের চেষ্টা ব্যাহত হল বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা।

শুক্রবার ওমেন্স কলেজে একদিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কাজের সন্ধান

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের 'নেট' পরীক্ষার মাধ্যমে লেকচারার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইউজিসি'র নেট পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। এককথায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের 'নেট' পরীক্ষার দরখাস্ত গ্রহনের কাজ চলছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ এবং লেকচারশিপের চাকরিতে আবেদনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইউজিসি এবং সিএসআইআর ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (নেট) এবছর পুনরায় জুনে পরীক্ষার দিনক্ষণ স্থির হয়েছে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন-তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বরে। তবে চূড়ান্ত দিনক্ষণ ও কেন্দ্র প্রার্থীদের কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে। নিচের বিষয়-তালিকার অন্তর্ভূক্ত কোনও বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি সমতুল পরীক্ষায় অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করে থাকলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি এবং শারীরিক ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরা মাস্টার ডিগ্রিতে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যাঁদের পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে তাঁরা ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯২-এর আগে মাস্টার ডিগ্রি সম্পূর্ণ করে থাকলে তাঁদের ক্ষেত্রেও ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। যাঁরা এবছর মাস্টার ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তাঁরাও শর্তশাপেক্ষ আবেদন করতে পারেন। জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ০১-০৭-২০২৩ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে। লেকচারারশিপের ক্ষেত্রে বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। তফশিলি, মহিলা, এবং দৃষ্টি সংক্রান্ত ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বয়সের ছাড় রয়েছে ৫ বছর পর্যন্ত। ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ৩ বছরের ছাড় রয়েছে।

এককথায়, সিএসআইআর-এর পরিচালনায় ইউজিসি-নেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে এমএসসি, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, বিকেল ৫টা পর্যন্ত। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর হলেও চূড়ান্ত দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে প্রায় দুই শতাধিক কেন্দ্রে।

পরীক্ষা হবে সারা দেশের ২২৪টি কেন্দ্রে। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল - কলকাতা, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, আগরতলা, ইম্ফল এবং জামসেদপুর সহ ৩৬টি কেন্দ্রে। মাল্টিপল চয়েস টাইপের কম্পিউটার ভিত্তিক তিনটি পেপারে পরীক্ষা। প্রত্যেকটি পেপারে মোট নম্বর ২০০ করে, সময় ৩ ঘন্টা। প্রস্তুতির জন্য পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করানো হবে। প্রথম পেপারের পরীক্ষা হবে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। (১) লাইফ সায়েন্স, (২) ম্যাথমেটিক্স ও (৩) ফিজিক্যাল সায়েন্সগুলির। আপনি যে বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, সেই বিষয়ের জন্যই আবেদন করতে পারবেন। বিষয়গুলি হল- সাবজেক্ট কোড (৭০১) কেমিক্যাল সায়েন্সস, সাবজেক্ট কোড (৭০২) আর্থ, অ্যাটমস্ফেরিক, ওশেন ও প্ল্যানেটারি সায়েন্সস, সাবজেক্ট কোড (৭০৩) লাইফ সায়েন্সস, সাবজেক্ট কোড (৭০৪) ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সস, সাবজেক্ট কোড (৭০৫) ফিজিক্যাল সায়েন্সস। পরীক্ষায় অবশ্যই নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

ইউজিসি-নেট পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ইনফর্মেশন বুলেটিন থেকে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ৩০ নভেম্বর, বিকেল ৫টার মধ্যে। অর্থাৎ, অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, বিকেল ৫টা পর্যন্ত। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১০-২০০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ৪-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস আপলোড, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার নির্দিষ্ট সময় পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড / পেটিএম পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। নির্দিষ্ট সময় থেকে এডমিট কার্ড বা কললেটার ডাউনলোড করে নেবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

মাধ্যমিক থেকে শুরু, এইমস-এ ৩০৩৬ নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। এইমস-এ এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত এইমস-এ এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন পদে পদে ৩০৩৬ জন নিয়োগ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থিবাছাই করবেন নির্দিষ্ট এইমস-এর রিক্রটমেন্ট সেল অর্থাৎ এইমস-এর ম্যানেজমেন্ট স্টাফ নিয়ে গঠিত এক সিলেকশন কমিটি। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের মতো ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ০১-১২-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমাও ভিন্নতর। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এবং ক্যাটেগরি ভিত্তিক সংরক্ষিত পদ ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, লগ অন করে 'রিক্রুটমেন্ট' ট্যাব লিঙ্কে। শূন্যপদের বিভাজন এই রকম —

মোট শূন্যপদের সংখ্যা ৩০৩৬টি। ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, শূন্যপদ ১৩টি। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট ডায়েটিশিয়ান, শূন্যপদ ৪টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (এসি এন্ড আর), শূন্যপদ ৪টি। ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), শূন্যপদ ৫টি। ক্রমিক নং (৫) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল), শূন্যপদ ৩টি। ক্রমিক নং (৬) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট লন্ড্রি সুপারভাইসর, শূন্যপদ ১৩টি। ক্রমিক নং (৭) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টোর অফিসার, শূন্যপদ ৩টি। ক্রমিক নং (৮) ঃ পদের নাম - অডিওলজিস্ট, শূন্যপদ ৮টি। ক্রমিক নং (৯) ঃ পদের নাম - অডিওলজিস্ট, স্পিচ, শূন্যপদ ২টি। ক্রমিক নং (১০) ঃ পদের নাম - বায়ো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (১১) ঃ পদের নাম - ক্যাশিয়ার, শূন্যপদ ৩১টি। ক্রমিক নং (১২) ঃ পদের নাম - চীফ ক্যাশিয়ার, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (১৩) ঃ পদের নাম - ক্লার্ক/ রেকর্ডার, শূন্যপদ ১৯৯টি। ক্রমিক নং (১৪) ঃ পদের নাম - টেকনেশিয়ান, শূন্যপদ ৩টি। ক্রমিক নং (১৫) ঃ পদের নাম - ডার্ক রুম অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ১০টি। এধরনের ক্রমিক নং ১৬ থেকে ১০০ পর্যন্ত প্রতিটি পদের নাম, শূন্যপদের সংখ্যা, ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিভাজন, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। মূল মাইনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে।

প্রার্থিবাছাই হবে বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও নির্দিষ্ট ট্রেড বা স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষার দিনক্ষণও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ১ ডিসেম্বর-এর মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, ক্লার্ক, ম্যানেজার (ত্রিপুরা ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার, শর্ট সার্ভিস কমিশন (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হেড কনস্টেবল (সিআইএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ২১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকপাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, জিডি (আইটিবিপি),**
শূন্যপদ ঃ ২৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকপাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার (মেট্রো রেল),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সিডবি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পরীক্ষা ঃ **ইউজিসি-নেট (সিএসআইআর),**
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে এমএসসি, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৬-২৮ ডিসেম্বর।

০--০--০--০--০--০

পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এটেন্ড্যান্ট, টেকনেশিয়ান, ক্লার্ক (বহিঃরাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ৪৮৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (নীপকো),**
শূন্যপদ ঃ ৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ার (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ৩০৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, ক্লার্ক (হিল ইউনিভার্সিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **পিওন/ আর্দালি (হাই কোর্ট),**
শূন্যপদ ঃ ১৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ড্রাইভার (হাই কোর্ট),**
শূন্যপদ ঃ ২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর,
ড্রাইভিং টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৭২টি কেন্দ্রে, তারিখ ৩০ ডিসেম্বর।

৮ম শ্রেণি পাশদের থেকে ত্রিপুরা হাইকোর্টের অধীনে চাকরির সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। হাই কোর্ট অব্ ত্রিপুরার অধীনে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির জন্য পিওন/ অর্ডারলি এবং ড্রাইভার পদে মোট ১৫ জনের চাকরি হচ্ছে। ভারতে বসবাসকারী স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে ৮ম শ্রেণি পাশ হলে এবং ০৩-১২-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০-এর মধ্যে (তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৫-এর মধ্যে) বয়স হলে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং - টিজেএ-০১/২০২৩, রেফারেন্স নং এফ. ৪ (২২)-এইচসি/ ২০২৩/ ২৭১৩১, তারিখ ১ নভেম্বর, ২০২৩ ইং। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। প্রথমে হবে ৭৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এতে সফল হলে ইন্টারভিউ অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাক পাবেন। ইন্টারভিউ, মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ মান ২৫। পরীক্ষার ফি — অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য ৩০০ টাকা এবং সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের (তফশিলি জাতি/ তফশিলি উপজাতি ভুক্ত) ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।

এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, শূন্যপদের বিভাজন, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাস পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর, বিকেল ৫টা। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত দেখে নেবেন।

শূণ্যপদগুলি হল — পদের নাম - পিওন/ অর্ডারলি, গ্রুপ-ডি ঃ শূন্যপদ ১৩টি। এর মধ্যে ৭টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ২টি তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ৪টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তবে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে, সেগুলো ডি-রিজার্ভ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। মূল মাইনে ঃ পে ব্যান্ড-১ অনুযায়ী ৪,৮৪০-১৩,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ১৪০০ টাকা। বয়স ০৩-১২-২০২৩ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুসারে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে অন্তত পক্ষে ৮ম শ্রেণি পাশ হতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত পূরণের সময় সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি পড়ে নেবেন। উল্লেখ্য, সংরক্ষণ ও বয়সের শিথিলতা শুধুমাত্র ত্রিপুরায় বসবাসকারী তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। অন্যান্য রাজ্যের তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন।

অপর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হাই কোর্ট অব্ ত্রিপুরার অধীনেই ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির জন্যই ড্রাইভার পদে ২ জনের চাকরি হচ্ছে। ভারতে বসবাসকারী স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে ৮ম শ্রেণি পাশ হলে এবং ০৩-১২-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং - টিজেএ-০২/২০২৩, রেফারেন্স নং এফ. ৪ (২২) -এইচসি/ ২০২৩/ ২৭১৩২, তারিখ ১ নভেম্বর, ২০২৩ ইং। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ড্রাইভিং টেস্টের মাধ্যমে। প্রথমে হবে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এতে সফল হলে ৫০ নম্বরের ড্রাইভিং টেস্টের জন্য ডাক পাবেন। পরীক্ষার ফি — অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য ৪০০ টাকা এবং সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের (তফশিলি জাতি/ তফশিলি উপজাতি ভুক্ত) ক্ষেত্রে ২০০ টাকা। শূণ্যপদগুলি হল — পদের নাম - ড্রাইভার, গ্রুপ-সি ঃ শূন্যপদ ২টি। পদগুলো অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে ঃ পে ব্যান্ড-২ অনুযায়ী ৫,৭০০-২৪,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২২০০ টাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে অন্তত পক্ষে ৮ম শ্রেণি পাশ হতে হবে। বৈধ কমার্শিয়াল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে এবং ড্রাইভিং-এর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কীপরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে **মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, ক্যাশ-কাম-জেনারেল ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ইন্ডিয়ান আর্মিতে **অফিসার, শর্ট সার্ভিস কমিশন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এলএলবি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* সিআইএসএফ-এ **হেড কনস্টেবল** স্পোর্টস পার্সোনালিটিপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকপাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* আইটিবিপি-তে **কনস্টেবল, জিডি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* মেট্রো রেলে **ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* সিডবি বা শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* সিএসআইআর পরিচালিত **ইউজিসি-নেট** পরীক্ষার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে এমএসসি, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ কোনও উর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৬-২৮ ডিসেম্বর।

* এয়ারপোর্ট অথরিটির অধীনে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে **এটেন্ড্যান্ট, টেকনেশিয়ান, ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৮৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* নীপকো-তে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* হিল ইউনিভার্সিটি-তে **এমটিএস, ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* হাই কোর্টে **পিওন/ আর্দালি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* হাই কোর্টে **ড্রাইভার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর, ড্রাইভিং টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

শুক্রবার ৬ দফা দাবি আদায়ে আগরতলা অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ডেপুটেশন প্রদান করেন রেডিও শ্রোতারা। ছবি- নিজস্ব।

জয়েন্ট এন্ট্রান্সের দিনক্ষণ ঘোষণা

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : জয়েন্ট এন্ট্রান্সের (অ্যাডভান্স) ২০২৪-এর দিন ঘোষণা হল। আগামী বছর ২৬ মে এই পরীক্ষা হবে। দিন ঘোষণার পাশাপাশি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি জানিয়েছে, দু'দফায় নেওয়া হবে এই পরীক্ষা।

প্রথম দফার পরীক্ষা হবে ওই দিন সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা হবে দুপুর আড়াইটে থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত।

আগামী বছর ২১ এপ্রিল থেকে শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন। শেষ হবে ৩০ এপ্রিল। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের (মেন) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই এই পরীক্ষায় বসা যাবে। চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের (মেন)- এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

যেসব পড়ুয়া আইআইটি বা অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি.টেক করতে চান তাঁরা এই পরীক্ষায় বসতে পারেন। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের (অ্যাডভান্স) ২০২৪-এর ফি জমা দেওয়ার শেষ দিন আগামী বছর ৬ মে। ওই দিন বিকেল ৫টার মধ্যে ফি জমা দিয়ে দিতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ:

রেজিস্ট্রেশন শুরু: ২১ এপ্রিল ২০২৪

রেজিস্ট্রেশনের শেষ দিন: ৩০ এপ্রিল ২০২৪

ফি জমা দেওয়ার শেষ দিন: ৬ মে ২০২৪

অ্যাডমিট কার্ড পাওয়া যাবে: ১৭ মে ২০২৪ থেকে ২৬ মে ২০২৪ পর্যন্ত

পরীক্ষার দিন: ২৬ মে ২০২৪

উত্তরের প্রাথমিক নমুনা (অ্যান্সার কী) প্রকাশ: ২ জুন ২০২৪

পরীক্ষার ফল ঘোষণা: ৯ জুন ২০২৪

জেইই মেন ২০২৪ সেশন ১- এর জন্য আবেদনের পদ্ধতি শুরু হয়েছে চলতি মাসেই। প্রার্থীদের প্রথমে দ্দত্রত্রদ্বস্থ্দ্রু.দ্রঙ্কথ.থত্বহ্দ্র এই ওয়েবসাইটে গিয়ে ভালভাবে বিজ্ঞপ্তি পড়ে নিতে হবে। তারপর পূরণ করতে হবে আবেদনপত্র।

প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হতে পারে আগামী বছর জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে।

আর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা হবে ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে।

আবেদনপত্রে সঙ্গে সঙ্গে এনটিএ পরীক্ষার জন্য তথ্যপুস্তিকা এবং পাঠ্যক্রমও প্রকাশ করেছে। আর এবার নথিভুক্তিকরণের শেষ দিন ঘোষণা করল এনটিএ (ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি)। তারা জানিয়েছে, আবেদনকারীকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে দ্দত্রত্রদ্বস্থ্দ্রু.দ্রঙ্কথ.থত্বহ্দ্র এই ওয়েবসাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার পরে আর আবেদন করা যাবে না।

প্রয়াত বলিউডের বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক রাজকুমার কোহলি

মুই, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত বলিউডের বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক রাজ কুমার কোহলি। শুক্রবার মুম্বইয়ে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রবীণ পরিচালক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। পরিবার সূত্রের খবর, স্নান করতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি।

জানা গেছে, এদিন সকালে স্নান করতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ পার হয়ে যাওয়ায় বাথরুম থেকে না বের হওয়ায় সন্দেহ হয় ছেলে আরমান কোহলির। এরপর বাথরুমের দরজা ভেঙে দেখেন ভিতরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন বাবা। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা পরিচালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। 'জানি দুশমন', 'পতি পত্নী অউর তাওয়ায়েফ' প্রমুখ ছবি তৈরি করেছিলেন রাজ কুমার কোহলি।

রাজস্থানে ভোটের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন, ৫.২৬ কোটি ভোটার ভোট প্রয়োগ করবেন

জয়পুর, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচনের সব প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এবারে ৫.২৬ কোটি ভোটার ভোট প্রদান করবেন। রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনের অধীনে ২৫ নভেম্বর শনিবার, রাজ্যের ১৯৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট অনুষ্ঠিত হবে। রাজস্থানের সব জেলায় ভোটের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ৫১, ৫০৭টি ভোটকেন্দ্রে ৫,২৬,৯০, ১৪৬ জন ভোটার প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। ১৮-৩০ বছর বয়সী ১,৭০,৯৯,৩৩৪ জন তরুণ ভোটার ভোট দেবেন, যার মধ্যে ১৮-১৯ বছর বয়সী ২২,৬১,০০৮ জন নতুন ভোটার রয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক প্রবীণ গুপ্তা জানিয়েছেন, রাজ্যে মোট ৩৬, ১০১ টি জায়গায় ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। শহর এলাকায় ১০,৫০১টি এবং গ্রামীণ এলাকায় ৪১,০০৬টি ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মোট ২৬,৩৯৩টি ভোট কেন্দ্রে লাইভ ওয়েবকাস্টিং পরিচালিত হবে। জেলা পর্যায়ের কন্টোল রুম থেকে এসব ভোট কেন্দ্র মনিটরিং করা হবে। ৬৫, ২৭৭টি ব্যালট ইউনিট, ৬২,৩৭২টি কন্টোল ইউনিট এবং ৬৭,৫৮০টি ভিভিপ্যাট মেশিন রাজ্য জুড়ে ভোটে ব্যবহার করা হবে, যার মধ্যে রিজার্ভ মেশিনও রয়েছে।

অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনার জন্য ৬,২৮৭ জন মাইক্রো পর্যবেক্ষক এবং ৬, ২৪৭ জন সেক্টর অফিসারকে রিজার্ভ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এঁরা নির্বাচনী দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে সমন্বয় রক্ষা করে যেকোনো ধরনের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করবেন। একটি অতিরিক্ত ইভিএম মেশিনও সব সেক্টর অফিসারদের দেওয়া হবে। ইভিএম সংক্রান্ত কোনও ত্রুটি থাকলে মেরামত ও প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। ইভিএম সম্পর্কিত সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য, প্রতিটি সমাবেশে দুজন বেল ইঞ্জিনিয়ারও উপস্থিত থাকবেন, যারা তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছোবেন।

আলিপুরদুয়ারের গোপালপুর চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

রাঙ্গালিবাজনা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার গোপালপুর চা বাগানে খাঁচাবন্দি হল প্রায় ছয় বছর বয়সি একটি স্ত্রী চিতাবাঘ। শুক্রবার সকালে খাঁচাবন্দি হয় চিতাবাঘ।

চা বাগান সূত্রে খবর, এলাকায় কয়েকদিন ধরেই চিতাবাঘের আনাগোনা চলছিল। এরপর দিন দু'য়েক আগে চা বাগানের মোহনপুর এলাকায় চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা পাতে বন দফতরের মাদারিহাট রেঞ্জ। শুক্রবার সকালেসেই খাঁচায় ধরা দেয় চিতাবাঘ। খবর পেয়ে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ দফতরের কর্মীরা। এদিকে, মাদারিহাট রেঞ্জের কড়াইবাড়ি ও দক্ষিণ শিশুবাড়িতেও চিতাবাঘের হানায় অতিষ্ঠ স্থানীয়রা। জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় ৩ দিনে ৩টি পোষা শূকর চিতাবাঘ শিকার করেছে। দক্ষিণ শিশুবাড়ি ও কড়াইবাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতভর টহল দেন বনকর্মীরা।

চোপড়ায় জমির দখল নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষ, জখম ৬

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার টেপাগাঁও গ্রামে জমির দখল নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। শুক্রবার এই সংঘর্ষ চলাকালীন বোমাবাজিরও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় দু'পক্ষের মোট ৬ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে চা বাগানের জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ রয়েছে মহম্মদ বসিরুদ্দিন ও ইয়াকুব আলির পরিবারের মধ্যে। এদিন সেই বিবাদ চরমে ওঠে। দুই পরিবারের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আদালত অবমাননা মামলা: রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীবের হাজিরা হাইকোর্টে

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : পঞ্চায়েত ভোট অবমাননা মামলায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিংহকে উত্তর দেওয়ার সময় দিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আদালত অবমাননার রুলের উত্তর দিতে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছে রাজীববাবুকে।

তবে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এ-ও জানান যে, আদালত প্রয়োজন মনে করলে আবার ডেকে পাঠাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে। ৮ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আর্জি জানিয়ে গত ডিসেম্বরে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন শুভেন্দু। শুধু তা-ই নয়, অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারপতির নজরদারিতে পঞ্চায়েত ভোট করানোর আর্জি জানান তিনি। বিভিন্ন প্রচারসভা থেকেই শুভেন্দুবাবু অভিযোগ করেছিলেন, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রমেই অশান্তি ছড়াচ্ছে।

এর পরেই কলকাতা হাই কোর্ট কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত ভোট করানোর নির্দেশ দেয়। সময়সীমাও বেঁধে দেয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশন যদিও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। তারা জানায়, হাই কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, তা কার্যকর করা সম্ভব নয়। কারণ, ভোটে নিরাপত্তার বিষয়টি দেখে রাজ্য। এ ব্যাপারে অনুরোধ করা তাদের কাজ নয়।

পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করেননি রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিংহ। এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। ওই মামলায় গত শুনানিতে হাই কোর্ট রাজীববাবুর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করে। শুক্রবার তিনি ওই মামলার শুনানিতে আদালতে সশরীরে হাজিরা দেন।

বিধানসভার খাতায় সই করেও প্রকাশ্যেই দ্বিমত পোষণ মন্ত্রী ফিরহাদের

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার থেকে শুরু হল রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো শুরুর দিনই মন্ত্রীদের হাজিরা খাতায় সই করতে হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে দৃশ্যতই বিরক্ত প্রকাশ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকি।

সংবাদমাধ্যমের সামনেই তিনি বলেন, "আমরা কি স্কুলে পড়ি নাকি! পার্টি বলেছে, তাই করলাম (সই)। কিন্তু এটার সঙ্গে আমি সহমত নই।" খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর নির্দেশ, বিধানসভায় প্রবেশ ও বেরনোর সময় বিধায়কদের সই করা বাধ্যতামূলক। দলকে না জানিয়ে কারও অনুপস্থিতি গ্রাহ্য হবে না। এমনই বিবিধ কড়া নিয়মের বেড়াজালে বিধানসভা অধিবেশন শুরু হয়েছে শুক্রবার থেকে। পরিষদীয় মন্ত্রীর ঘরে রাখা হাজিরা খাতায় সকলে সই করে ভিতরে ঢুকেছেন।

এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, "সকলের দায়িত্ব আছে। নিজের দায়িত্ব পালন করুক সবাই।" আসলে প্রত্যেক অধিবেশনে দলের নির্দেশ সত্ত্বেও অনেক সময়েই গরহাজির থাকেন শাসকদলের বিধায়কদের একাংশ। কখনও আবার বিধানসভায় এলেও অধিবেশন চলাকালীন বেরিয়ে যান, আলোচনায় সেভাবে অংশ নেন না। গত অধিবেশন বা তার আগের একটি অধিবেশনে জরুরি প্রস্তাব বা বিল পাশের জন্য ভোটাভুটিতে তৃণমূলের বিধায়কের তুলনায় হাজিরা সংখ্যা আশানুরূপ ছিল না।

অধিবেশনে ভোটে অনায়াসে জিতলেও বিধায়কদের অনুপস্থিতির বিষয়টি ভালোভাবে নেননি দলনেত্রী। তার পর থেকেই হাজিরা নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হয়। দায়িত্ব দেওয়া হয় পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে। গড়ে দেওয়া হয় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি। তার পরও এবার থেকে হাজিরার বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দেখবেন বলে স্থির করেছেন।

নৌসেনা কর্মীদের মৃত্যুদণ্ড রদে, ভারতের আর্জি পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত কাতারের

দোহা, ২৪ নভেম্বর (হি. স.) : ইজরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে নৌসেনার প্রাক্তন আট কর্মীর মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিরুদ্ধে ভারতের আবেদন গ্রহণ করল কাতারের আদালত। জানা গিয়েছে, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ আবার খতিয়ে দেখা হবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই মামলার শুনানি হবে বলেই সূত্রের খবর।

২০২২ সালের আগস্ট মাসে আট নৌসেনা কর্মীকে গ্রেফতার করে কাতারের গোয়েন্দা বিভাগ। তাঁরা সকলেই একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন। ওই সংস্থা কাতার সেনাকে প্রশিক্ষণের কাজ করত। এর আগে একাধিক বার তাঁদের জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে আদালতে। অবশেষে অক্টোবর মাসে কাতারের আদালত মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয় আটজনকে। যদিও সরকারিভাবে এই আদেশ নিয়ে কিছুই বলা হয়নি কাতারের তরফে। তবে এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি জানিয়েছিলেন, কাতারের বিচার প্রক্রিয়া অত্যন্ত গোপনে চলছে। তবে নৌসেনা কর্মীদের হয়ে আইনি পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে ভারতও। চলতি মাসের শুরুতেই কাতারের কাছে আবেদন জানায় ভারত। আট নৌসেনা কর্মীর মৃত্যুদণ্ডের সাজা বাতিল করার আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি নৌসেনা কর্মীদের পরিবারের সঙ্গে দেখাও করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। উল্লেখ্য, ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নৌসেনায় কর্মরত ছিলেন ওই আটজন। যথেষ্ট উচ্চপদেই কাজ করেছেন তাঁরা। এবার জানা গিয়েছে, মৃত্যুদণ্ড রদ করতে চেয়ে ভারতের আবেদন গ্রহণ করেছে কাতার। তবে সরকারিভাবে কিছু ঘোষণা করেনি তারা। আপাতত ভারতের আবেদন খতিয়ে দেখে ফের মামলার শুনানি শুরু হবে কাতারের আদালতে। যদিও আগামী শুনানির তারিখ এখনও জানা যায়নি।

বীরত্ব ও ত্যাগের প্রতীক ছিলেন গুরু তেগ বাহাদুর, শ্রদ্ধা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : গুরু তেগ বাহাদুরের শহিদ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "আমি শ্রী গুরু তেগ বাহাদুরজিকে তাঁর শহিদ দিবসে শ্রদ্ধা জানাই। মানবাধিকার ও ধর্ম রক্ষায় তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। আসুন, আমরা সবাই বীরত্ব ও ত্যাগের প্রতীক গুরু তেগ বাহাদুরজির শিক্ষা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার করি।"

প্রসঙ্গত, গুরু তেগ বাহাদুর (১৬২১ - ১৬৭৫) ছিলেন শিখ ধর্মের নবম এবং দশম গুরু। তাঁর শিরচ্ছেদ পর্যন্ত শিখদের নেতা ছিলেন।তিনি গুরু হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র একজন নীতিনির্ধারক এবং নির্ভীক যোদ্ধা হিসাবে বিবেচিত ছিলেন। ছিলেন এক বিদগ্ধ আধ্যাত্মিক পণ্ডিত এবংকবি যাঁর ১১৫টি স্তোত্র গুরু গ্রন্থ সাহেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি শিখ ধর্মের প্রধান পাঠ্য।

তেলেঙ্গানায় বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি : জয়রাম রমেশ

উত্তরকাশি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : তেলেঙ্গানায় সারা দেশের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি বলে শুক্রবার অভিযোগ করলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তেলেঙ্গানার খাম্মামে সাংবাদিকদের উদ্দেশে একথা বলেন তিনি।

রমেশ আরও বলেন, তেলেঙ্গানা তৈরির একটি বড় কারণ হল যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। কিন্তু, তেলেঙ্গানা গঠনের ১০ বছর পর আমরা কী দেখতে পাচ্ছি। দেশে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি তেলেঙ্গানায়।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ শুক্রবার সাংবাদিকের বলেন, যুবকদের বেকারত্বের হার সর্বভারতীয় স্তরে ১০ শতাংশ এবং তেলেঙ্গানায় সেখানে সেই হার ১৫ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে।

উত্তরকাশী টানেলে আটকে পড়া শ্রমিকদের খোঁজ নিতে ধামিকে ফোন প্রধানমন্ত্রীর

উত্তরকাশি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে উত্তরকাশির সিল্কিয়ারা টানেলে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিককে উদ্ধারের বিষয়ে জানতে চান। উদ্ধারকাজ কতদূর এগোলো এই বিষয়ে ধামিকে প্রশ্ন করেন মোদী। যেসব কর্মী উদ্ধার কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নেন প্রধানমন্ত্রী। ধামিকে উদ্ধারকাজ সংক্রান্ত জরুরি উপদেশও দেন মোদী।

উত্তরাখণ্ডের তথ্য এবং জনসংযোগ দফতর জানিয়েছে, টানেলের ভিতরে রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খাবার, ওষুধ ৪১ জন শ্রমিকের জন্য ঠিকঠাকভাবে পাঠানো হচ্ছে কিনা সে নিয়েও ধামিকে জিজ্ঞাসা করেন মোদী।

১২ নভেম্বর উত্তরকাশির নির্মীয়মান সিল্কিয়ারা টানেল ভেঙে ৪১ জন শ্রমিক ভিতরে আটকে পড়েন। আজকে ১২ দিন তাঁরা আটকে আছেন, তাদের উদ্ধারের জন্য জোরকদমে তৎপরতা চলছে।

ধর্মতলায় সভার জটিলতার আশঙ্কায় সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল রাজ্য বিজেপি-র

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): কলকাতা হাই কোর্টের একক (সিঙ্গল) বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রেখে বিজেপিকে ধর্মতলায় সভা করার বিষয়ে অনুমতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে রাজ্য, এমনটা আশঙ্কা করে শীর্ষ আদালতে 'ক্যাভিয়েট' দাখিল করল বিজেপি। ক্যাভিয়েট দাখিলের অর্থ, এ বার রাজ্য শীর্ষ আদালতে গেলেও বিজেপির বক্তব্য না শুনে একতরফা ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না সুপ্রিম কোর্ট।

রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, এই মামলার মূল আবেদনকারী, বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় শুক্রবারের শুনানির সময়ে হাই কোর্টে উপস্থিত ছিলেন না।

তাঁকে তড়িঘড়ি হাই কোর্টে আসতে বলা হয়। তার পরই শুরু হয়ে যায় ক্যাভিয়েট দাখিলের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া।

এই নিয়ে বিজেপির তরফে আইনজীবীদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ ধর্মতলায় বিজেপিকে সভা করার অনুমতি দিয়েছে।

যদিও রাজ্য ধর্মতলায় অমিত শাহের সভা নিয়ে হাই কোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এই বিষয়ে আগাম সতর্ক থাকতে চাইছে বিজেপি।

হাই কোর্টের রায়ের পর শুভেন্দুর ডাক, "ন্যায়বিচার আছে"

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): ধর্মতলায় আগামী ২৯শের সমাবেশ নিয়ে হাই কোর্টের রায়ের পর রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ডাক দিলেন, "তৃণমূলের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ধর্মতলা চলো"।

শুক্রবার শুভেন্দুবাবু এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "ন্যায়বিচার বিরাজ করে। পিসিমনি এবং ভাইপোর নির্দেশে গণতন্ত্রকে স্তব্ধ করার জন্য মমতা পুলিশের সমন্বিত অপবিত্র প্রচেষ্টা কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি প্রত্যাখ্যান করেছেন। মমতা পুলিশ পক্ষপাতিত্ব করছিল। তার জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি ২১ শে জুলাই টিএমসি (আঞ্চলিক) দলের সমাবেশ নিষিদ্ধ করার চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় জনতা পার্টির মেগা সমাবেশ মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে ২৯ শে নভেম্বর একই জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে।

ছত্তিশগড়: নকশাল প্রভাবিত নারায়ণপুরে লৌহ আকরিক খনিতে আইইডি বিস্ফোরণে দুজন শ্রমিক নিহত, আহত এক

নারায়ণপুর, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলার একটি লৌহ আকরিক খনিতে আইইডি বিস্ফোরণে দুজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, একজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলার একটি লৌহ আকরিক খনি সাইটে শুক্রবার নকশালদের লাগানো একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি)-এর বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণে দুজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, একজন আহত হয়েছেন। পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে।

একজন বর্ষীয়ান পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, শুক্রবার সকাল ৭.৩০ নাগাদ তিনজন শ্রমিক ছত্তিশগড় রাজ্যের রাজধানী রায়পুর থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূরে ছোট ডোঙ্গা থানা সীমানার অধীনে একটি পাহাড়ে আমদাই ঘাঁটি লোহা আকরিক খনিতে কাজের জন্য যাচ্ছিলেন। আচমকাই নকশালদের লাগানো আইইডি-র বিস্ফোরণ ঘটে দুজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। জয়সওয়াল নেকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে (জেএনআইএল) আমদাই ঘাঁটিতে লৌহ আকরিক খনির বরাদ দেওয়া হয়েছিল। নকশালরা দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছে। এই শত্রুতার জেরেই নকশালরা আইইডি রেখেছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

সিল্কিয়ারা টানেল থেকে শিগগিরই সব বাধা দূর করে শ্রমিকদের বের করা হবে : ধামি

দেহরাদূন, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরকাশির সিল্কিয়ারা টানেল থেকে খুব দ্রুতই সব বাঁধা-বিপত্তি দূর করে শ্রমিকদের বের করা আনা হবে বলে জানালেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, "সিল্কিয়ারা টানেলে আটকে পড়া শ্রমিকদের শীঘ্রই সব বাঁধা দূর করে নিরাপদে বের করে আনা হবে। উদ্ধার অভিযান চলছে এবং আমরা সকলে শীঘ্রই সকল বাধা অতিক্রম করে সকল শ্রমিক ভাইদের নিরাপদে বের করে আনার চেষ্টা করছি।" তিনি নিজে ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করছেন।

কী আছে দানি আলভেজের ভাগ্যে, ৯ বছরের কারাদণ্ড দাবি

বার্সিলোনা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : এক বছর আগে বার্সেলোনার এক নৈশ ক্লাবে এক তরুণীকে ধর্ষণ করেছিলেন ব্রাজিলের প্রাক্তন তারকা ফুলব্যাক দানি আলভেজ। এই আলভেজের ৯ বছর কারাবাসের শাস্তি দাবি করেছেন স্পেনের কেঁসুলিরা।আর ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো ক্ষতিপূরণ দাবি করেন কেঁসুলিরা।গত জানুয়ারিতে আলভেজ গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে বার্সেলোনার জেলে দিন কাটাচ্ছেন।ব্রাজিল তারকা আলভেজের বিচারের দিন এখনো ধার্য্য হয়নি।স্পেনের আইন অনুযায়ী, অনলাইনে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণ, এই দুই অপরাধের জন্য আলাদা শাস্তির বিধান আছে। ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে ১৫ বছরের কারাবাসের শাস্তিও হতে পারে।

৩০ নভেম্বর থেকে পয়লা ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু আলোচনায় অংশগ্রহণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে পয়লা ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু আলোচনায় যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি পয়লা নভেম্বর দুবাইতে জাতিসংঘের জলবায়ু আলোচনায় যোগ দেবেন। এই আলোচনার মাধ্যমে তিনি ভারতের জলবায়ু কার্যের কথা তুলে ধরে একটি জাতীয় বিবৃতি দেবেন, শুক্রবার সূত্র মারফত এই তথ্য জানা গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ৩০ নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাত পৌঁছোবেন। ১-২ ডিসেম্বর জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সরকার, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী, যুব আদিবাসীদের সংগঠন, ফ্রন্টলাইন সম্প্রদায়, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য সেক্টরের নেতারা জলবায়ু অ্যাকশন স্কেল করার লক্ষ্যে কর্ম ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন।

শাহের কর্মসূচির অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : ধর্মতলায় বিজেপিকে সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

বিজেপিকে ২৯ নভেম্বর সভা করার অনুমতি দিয়ে আদালত জানিয়েছে, কর্মসূচির জন্য কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইটে দেওয়া শর্ত মানতে হবে। তবে অতিরিক্ত কোনও শর্ত যে সভার আয়োজকদের উপর চাপানো যাবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে হাই কোর্ট।

এই মামলায় ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবস কর্মসূচির প্রসঙ্গও ওঠে। প্রধান বিচারপতি বলেন, "২১ জুলাই বাতিল করে দিচ্ছি।

মহিলা কলেজে দুইদিন ব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেল মহিলা কলেজের উদ্যোগে আগরতলা মহিলা কলেজে দুইদিন ব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ওই আলোচনা সভার উদ্বোধন করেছেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা সর্বাণী নাথ সহ অন্যান্যরা।বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও ভাষার গবেষণার সাম্প্রতিক প্রবণতা নিয়ে আজকের এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** প্রকল্পে রাজ্যে ১৪৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা পেয়েছিল। ২০১৮-১৯ এ এই প্রকল্পে টাকা আসে ৮৭৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০তে আসে ৮১৪ কোটি ৩ লক্ষ, ২০২০-২১ এ আসে ১২৪৩ কোটি ৪৮ লক্ষ, ২০২১-২২ এ ১০৫১ কোটি ৬৯ লক্ষ, ২০২২-২৩ এ আসে ৯৯৬ কোটি ২ লক্ষ এবং ২০২৩-২৪ এ আসে ৮৪৯ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। তিনি জানান, মোট জব কার্ড ইস্যু করা হয়েছে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৪৪৬টি। ২০২৩- ২৪ অর্থবছরে কাজ পেয়েছে ৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৯১ জন।

তিনি জানান, ২০১৮-১৯ থেকে এখন পর্যন্ত এমজিএন রেগার মাধ্যমে ৩ হাজার ৯৭৯ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা মানুষের কাছে পৌঁছেছে। তিনি জানান, এমজিএন রেগায় প্রতিদিনের মজুরিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দিনপ্রতি ২২৬ টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে।

তাঁর দাবি, বর্তমান সরকার আসার আগে রাজ্যে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা ছিল ১৯ হাজার। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৫১ হাজার ২৫৪টি। এর মধ্যে সদস্য-সদস্যা রয়েছে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৫৩ জন। এই সরকারের সময় এই পাঁচ বছরে ৫০৪ কোটি টাকা স্বসহায়ক দলগুলিকে প্রদান করা হয়েছে। ১ হাজার ১১৩ কোটি টাকা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয়েছে। এই স্বসহায়ক দলগুলি থেকে এখন পর্যন্ত ৮৩ হাজার ৪২৪ জন লাখপতি দিদি তৈরী হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে তিন শতাংশ বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সংযোগ প্রদান করা হয়েছিল। এই সরকারের সময় ৭১.৭৬ শতাংশ বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, আগে জাতীয় সড়ক ছিল ৯৯ কিমি। বর্তমানে জাতীয় সড়ক রয়েছে ৪৬১ কিমি। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রী সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি যেমন পিএম কিষাণ প্রকল্প, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ঋণ প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন।

কারাবাস

● **প্রথম পাতার পর** পেয়েছিল। তার কাছে দুটি কালো ব্যাগ এবং একটি বস্তা ছিল। অপরিচিত হওয়ায় এলাকাবাসীদের তাকে দেখে সন্দেহ হলে তাকে আটক করার চেষ্টা করে। তাতে মিন্টু দাস পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তাতে এলাকাবাসীরা তাকে ধরে থানায় খবর দেয়।

ধর্মনগর থানা থেকে পুলিশ এসে তাকে আটক করে ধর্মনগর থানায় নিয়ে গেলে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারেন তার নাম মিন্টু দাস, পিতা চিত্তরঞ্জন দাস, বাড়ি ছনথৈ, কৈলাসহর।

পরবর্তী সময় ধর্মনগর থানার সাব-ইন্সপেক্টর রবি-মাহিষ্যদাসের তত্ত্বাবধানে তার কাছ থেকে তল্লাশিতে দুটি ব্যাগ এবং বস্তা থেকে ২.৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং ২২৮ বোতল কফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছিল। সম্পূর্ণ ঘটনা তদন্ত করে এনডিপিএস ধারায় একটি ধর্মনগর থানা থেকে মামলা কোর্টে পাঠানো হয়েছে। সরকার পক্ষের মামলাটি পরিচালনা করেছেন সরকারি আইনজীবী পার্থপ্রতিম পাল। ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের পর আজ শুক্রবার উত্তর জেলার স্পেশাল জজ অংশুমান দেববর্মা মিন্টু দাসকে আড়াই বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করেছেন। অনাদায় আরো তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মিড ডে মিলে ‘অনিয়ম’ নিয়ে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ কেন্দ্রের, দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে মিড ডে মিল প্রকল্পের তহবিল তছরূপ হয়েছে বলে অনেক দিন ধরে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার তিনি দাবি করেছেন, তাঁর অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এ ব্যাপারে সিবিআই তদন্ত চেয়ে এজেন্সির কাছে চিঠি দিয়েছে। এমনিতেই নিয়োগ ও রেশন দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম হয়ে রয়েছে। এবার মিড ডে মিল জুড়লে নতুন মাত্রা পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী হলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি আবার পশ্চিমবঙ্গে চারটি লোকসভা আসনের সাংগঠনিক ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ের পর্যবেক্ষকও বটে। তাই অনেকে এই বিষয়টিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন।মোদী জমানায় মিড ডে মিল প্রকল্পেরও নাম বদল করা হয়েছে। এই প্রকল্পের এখন পোশাকি নাম পিএম-পোষণ প্রকল্প। শুভেন্দুবাবুর অভিযোগ, মিড ডে মিলের টাকা অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে। যেমন বগটুই গণহত্যা কাণ্ডে পীড়িত পরিবারগুলিকে এই মিড ডে মিলের টাকা থেকেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্য অবশ্য জানিয়েছে যে ওই টাকা মিড ডে মিলের তহবিলে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তবে শুভেন্দুবাবুর দাবি, তার কোনও প্রামাণ্য নথি নেই।প্রসঙ্গত, মিড ডে মিলে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে এখনও সিবিআই তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। ব্যাপারটা অনুরোধের স্তরে রয়েছে। তবে পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করছেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক যদি সরকারি ভাবে আবেদন জানিয়ে থাকে, তাহলে তদন্ত শুরু হওয়া সময়ের অপেক্ষা।মিড মিল প্রকল্পে অনিয়মের ব্যাপারে এ বছরের গোড়ায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রককে চিঠি লিখেছিলেন শুভেন্দুবাবু। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্র পর্যবেক্ষক টিম পাঠিয়েছিল। সেই দলের সঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি দল জুড়ে যৌথ পর্যালোচনা কমিটি তৈরি হয়।শুভেন্দুবাবু এদিন দাবি করেন, ওই যৌথ পর্যালোচনা কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রক। কারণ, সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে মিড ডে মিলের খরচ বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। সরকারি হিসাবে দেখানো হয়েছে, যত ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে ৯৬ শতাংশই মিড ডে মিল পেয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলনেতার দাবি, প্রকৃত কভারেজ এর চেয়ে অনেক কম। তা ছাড়া বছরের প্রায় সব কর্মদিবস স্কুল খোলা ছিল বলেও হিসাবে দেখানো হয়েছে। অন্তত ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।তবে জয়েন্ট রিভিউ কমিঠির রিপোর্ট নিয়ে আগেই আপত্তি জানিয়েছিলেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর অভিযোগ ছিল, রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। যৌথ রিভিউ কমিটিতে কেন্দ্রের সদস্যরা রিপোর্ট চূড়ান্ত করার আগে রাজ্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাই বলেননি।

একবালপুরে অবৈধ বাড়ি ভাঙার নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): একটি অবৈধ ৬ তলা বাড়ি ভাঙার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । শুক্রবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এদিনের নির্দেশে বলা হয়েছে, ডিসি পোর্টকে প্রয়োজনীয় পুলিশ নিরাপত্তা দিয়ে বাড়ি ভাঙার কাজ করতে হবে।একবালপুরের এই অবৈধ নির্মাণ নিয়ে আদালতে মামলা করেছিলেন সাকিল আহমেদ সাগর নামে এক ব্যাক্তি। ওই বহুতলের প্রোমোটার আজিম আখতার। সম্পর্কে তিনি আবার মামলাকারীর ছোট ভাই। একবালপুরের ওয়ার্ড নম্বর ৭৭ এ ডেন্ট মিশন রোডে ওই বেআইনি নির্মাণ হয়েছে বলে অভিযোগ। ১৮ নভেম্বরের মধ্যে ওই বেআইনি বহুতল ভাঙার কাজ শেষ করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ২৮ নভেম্বর আদালতে এই নিয়ে রিপোর্টও পেশ করতে হবে পুলিশকে।২০১৭ সালে প্রথম আলিপুর আদালতে মামলা হয় এই বেআইনি নির্মাণটি নিয়ে। আলিপুর আদালত পুর আইনের ১৪৪ ধারায় ওই বহুতলে নতুন করে আর কোনও নির্মাণ করতে বারন করে। পুলিশ রিপোর্ট দিয়ে জানায় ওই বেআইনি নির্মাণের কাজ বন্ধ করা হয়েছে। অভিযোগ, এর মাঝে মামলাকারীকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। এরপর ২০১৭ সালে নভেম্বরে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মামলাকারী। মামলা হয় বেআইনি নির্মানের অভিযোগে।২০১৮ সালের জুন মাসে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ৬ সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা পৌরনিগমকে নির্দেশ দেন বাড়ি ভাঙতে। কিন্তু কলকাতা পৌরনিগমের লোকজন সেখানে গেলেও, বাড়িটি আর ভাঙা হয়নি। ২০১৯ সালে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। পৌরনিগম আদালতকে জানায় বাড়ি ভাঙা হবে। ফলে অবমাননার মামলার প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে করোনা পরিস্থিতি চলে আসে।আবার ২০২২ সালে দেবাংশু বসাকের এজলাসে মামলা দায়ের হয়। উনি ফের ওই বহুতল ভাঙার নির্দেশ দেন। এর বিরুদ্ধে প্রমোটার আপিল করেন হাইকোর্টের উচ্চতর বেঞ্চে। এরপর বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয় ১৫ দিনের মধ্যে বাড়ি খালি করতে। কিন্তু সেই নির্দশও মানা হয়নি বলে অভিযোগ। পরে মামলা বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে যায়। বিচারপতি সিনহা গত বছর ১০ নভেম্বর নির্দেশ দেন পুরো বাড়ি ফাঁকা করে ভেঙে ফেলতে। কিন্তু এক বছরে ও সেই নির্দেশ পালন করা হয়নি।এদিন শুনানি চলাকালীন মামলাকারী অভিযোগ করেন, আদালতের নির্দেশ কার্যকর না করে, উলটে আরও একটা তলা বাড়ানো হয়েছে ওই বেআইনি বহুতলে। এরপরেই বিচারপতি অবিলম্বে ওই বহুতল ভাঙতে নির্দেশ দেন।উল্লেখ্য, একদিন আগেই হাওড়ার লিলুয়ায় একটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় । ওই নির্মাণ নিয়ে পুলিশের ভুমিকারও কঠোর সমালোচনা করেছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এবার একই পথে হেঁটে কলকাতার একবালপুরের একটি অবৈধ বহুতল ভাঙার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। যত পুলিশ প্রয়োজন তত পুলিশ নিয়ে ওই অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

আহত ৭

● **প্রথম পাতার পর** আসছিল আবার কেউবা মধুপুর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ওই জায়গায় যাওয়ার মুহূর্তেই তাদের উপর আক্রমন চালায় মৌমাছি। ঘটনায় মোট ৭ জন আহত হয়েছেন। তাদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। তবে হঠাৎই মৌমাছির আক্রমণে রাস্তায় চলাফেরা নিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

● **প্রথম পাতার পর** কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মথার একটা বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। দুপুর একটা থেকে মহাবিদ্যালয়ের কক্ষে জনজাতিদের জমায়েত হতে শুরু করে দেখে এবিভিপি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ কখনো পূর্বে ধর্মনগরে এরূপ ঘটনা ঘটেনি। তাই এ বি ভি পি এর ছাত্র-ছাত্রীরা একত্রিত হয়ে তারা মথার নামে যেসব জনজাতিরা জমায়েত হয়েছিল তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। চ্যালেঞ্জের মুখে জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা মথার নামে যে জমায়েতের সৃষ্টি করেছিল তারা ছত্রভঙ্গ হয় পালিয়ে যায়। তাই আপাতত একটা ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে ধর্মনগর কে মুক্ত করার পাশাপাশি একটা বিভেদ মূলক রাজনীতির পরিবেশ থেকে আপাতত রক্ষা করে। কারণ ধর্মনগরের পরিবেশ এখনো জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এক ঐক্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে।

ডিজিটাল পোর্টাল

● **প্রথম পাতার পর** ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ঋণের সর্বোচ্চ মাত্রা ১ কোটি টাকা করা হয়েছে যা আগে ছিল না। প্রকল্প মূল্যের ৩০ শতাংশ (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ) ও সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা ভর্তকি দেওয়া হয়ে থাকে। ১৮-৫০ বছর বয়সী যে কোনও ব্যক্তি এই প্রকল্পে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন। অংশীদারিত্ব ভিত্তিক উদ্যোগ, স্বসহায়ক দল এবং কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলিও এই প্রকল্পের আওতাধীন বলে জানানো হয়েছে এই প্রেস রিলিজে।

অভিষেকের ছবি ছাড়া তৃণমূলের মঞ্চ অসম্পূর্ণ, দাবি কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার নেতাজি ইনডোরে তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা ছিল। সেই সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো উপস্থিত ছিলেনই না, তাঁর কোনও ছবিও ছিল না মঞ্চে। এমনকী নেতাজি ইনডোরের চৌহদ্দিতে তৃণমূলের কোনও পোস্টারে বা ব্যানারে অভিষেকের কোনও ছবি ছিল না।শুক্রবার এ নিয়ে মুখ খুললেন কুণাল। সাংবাদিকদের কাছে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, “অভিষেকের ছবি ছাড়া তৃণমূলের মঞ্চ অসম্পূর্ণ। এটা হতে পারে না। এটা ঠিক হয়নি”। বাংলায় শাসক দলে অভিষেকের অনুগামী নেতাদের মধ্যে কুণাল অন্যতম।এদিন তৃণমূলের এই মুখপাত্র বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলনেত্রী। তিনিই দলের সম্পদ। তাঁর মুখ দেখেই মানুষ তৃণমূলকে ভোট দেন। তা যেমন ঠিক তেমনই এও ঠিক যে অভিষেক অনেক পরিশ্রম করে, আত্মত্যাগ করে উঠে এসেছেন।

ব্যাপারটা কখনওই মমতাদি বনাম অভিষেক নয়। ব্যাপারটা মমতাদি এবং অভিষেক। একজনকে ঘিরে আবেগ রয়েছে। আর একজন দলের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, যুবদের অনুপ্রাণিত করে তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়ার কাজ করছেন”।কুণালকে প্রশ্ন করা হয়, নেতাজি ইনডোরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে কারা ছিলেন? কে অভিষেকের ছবি বাদ দিল? কুণাল এদিন বলেন, “কারা অভিষেকের ছবি বাদ দিয়েছেন, বলতে পারব না। তবে যাঁরা এটা করেছেন ঠিক করেননি”।নেতাজি ইনডোরের সভা ছিল দলের সাংগঠনিক সভা। সেই সভার আয়োজনের নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। কুণাল ঠারেঠোরে তাঁর বিরুদ্ধেই প্রশ্ন তুলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। আবার অনেকের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েও কার্যত তাঁর উদ্দেশেই প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল। কারণ, সুব্রত বক্সী এখন আলঙ্কারিক রাজ্য সভাপতিতে পরিণত হয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে না জানিয়ে তিনি এক পাও ফেলেন না।সব মিলিয়ে তৃণমূলের মধ্যেই এখন একটা নতুন আলোড়ন তৈরি হয়েছে। এই আলোড়নের একটা প্রেক্ষাপটও রয়েছে। অতীতে পুরভোটের সময়ে একবার সেই টানাপোড়েন দেখা গিয়েছিল। এবার সেই পুরনো সমস্যাই নতুন করে মাথা তুলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃদ্ধতন্ত্রের অবসানের দাবিতে ফের অসন্তোষের আশঙ্কা তৃণমূলে

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর, (হি.স.): বৃহস্পতিবার নেতাজি ইনডোরে তৃণমূলের সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মঞ্চে দলের পুরনো নেতা তথা ‘অনেক লড়াইয়ের সঙ্গীদের’ কথা মনে করিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী মমতা এও বলেন, “সৌগতদা বলছেন, ওনার বয়স হয়েছে। কীসের বয়স? মানুষের মনের কোনও বয়স নেই। যতদিন বাঁচবেন সুস্থভাবে বাঁচবেন। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবেন। ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে লড়াই করতে হবে।”দলনেত্রীর সেই বার্তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই খোলাখুলি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। দিদির নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা জানিয়েও কুণাল বলেন, “দেহত্যাগ না করলে পদত্যাগ নয়, এ কেমন কথা!” কুণাল সাংবাদিকদের কাছে শুক্রবার এও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভুল বুঝিয়ে পদে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন অনেক প্রবীণ নেতা।কুণাল অবশ্য কোনও নেতার নাম মুখে আনেননি। কিন্তু তিনি যখন এ কথা বলছেন, তখনই অনেকের চোখের সামনে যেন ভেসে উঠছে দুটো মুখসৌগত রায় ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলে অভিষেক শিবিরের নেতা বলেই কুণাল পরিচিত। তাই কুণাল এদিন যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা তাঁর একার কথা কিনা সেই কৌতূহলও তৈরি হয়েছে।জোড়াফুলে বৃদ্ধতন্ত্রের অবসানের দাবি নতুন নয়। এই টানাপোড়েন গত দু’বছর ধরেই চলছে। একুশের বিধানসভা ভোটের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন, দলে এক ব্যক্তি এক পদ ব্যবস্থা চালু হোক। তৃণমূলের এই তরুণ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বোঝাতে চেয়েছিলেন, দল অনেক বড় হয়েছে। নতুন প্রজন্ম দায়িত্ব নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। প্রবীণদের এখনও পদ আঁকড়ে পড়ে থাকলে চলবে না। এরকম করলে তো একটা বা দুটো প্রজন্ম কখনওই উপরে উঠতে পারবে না।এদিন কুণালের কথাতেও সেই কথারই অনুরণন শোনা গিয়েছে। দলের এই মুখপাত্র বলেন, “প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা অবসরের বয়স থাকে। কপিল দেব, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও এক সময়ে অবসর নিয়েছেন। কাউকে তো রাজনীতি ছেড়ে দিতে বলা হয়নি। দেহত্যাগ না করা পর্যন্ত রাজনীতি করুন। কিন্তু রাজনীতিতে থাকা মানেই সত্তর বছর-আশি বছর বয়স হয়ে গেলেও বিধায়ক বা সাংসদ পদ ছাড়ব না, এটা চলতে পারে না”।এখানেই থামেননি কুণাল। তিনি বলেন, “কিছু নেতা মনে করেন তাঁরা শাশ্বত কাল ধরে সাংসদ-বিধায়ক থেকে যাবেন, আর এক শ্রেণির কর্মী থাকবেন, যাঁরা তাঁদের জন্য আজীবন পোস্টার সেঁটে যাবেন। এটা দলের জন্য ভাল হতে পারে না”।পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, লোকসভা ভোটের আগে এই বিতর্ক তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে হতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতের ফারাক হচ্ছে। একটা বড় দল চালাতে গেলে এই মতান্তর অস্বাভাবিক নয়। সংসার চালাতে গেলে দুটো মানুষের মধ্যে বহু সময়ে মতের অমিল হয়। সুতরাং সংগঠন চালাতে গেলেও তা হতে পারে। বরং মত প্রকাশের সুযোগ থাকাটাই গণতান্ত্রিক।তাঁদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীনপন্থী। তিনি সকলকে নিয়ে চলার পক্ষে। বিশেষ করে যাঁরা দুর্দিনে দলের জন্য লড়েছেন তাঁদের এখনই সরাতে চান না। আরও একটা বিষয় এখানে রয়েছে। তা হল, তৃণমূলনেত্রী হয়তো আন্দাজ করছেন, একটা কঠিন সময় চলছে। তাই সবাই মিলে বেঁধে বেঁধে থাকাই ভাল।কিন্তু বিপরীত দাবিও অমূলক নয়। তৃণমূলের মধ্যে একাংশ নেতা রয়েছেন যাঁরা প্রশাসনে একাধিক পদে রয়েছেন। কেউ একাধিক দফতরের মন্ত্রী, কেউ বা মন্ত্রী এবং পুরসভার চেয়ারম্যান। সেই সঙ্গে আবার তাঁদের সাংগঠনিক পদ রয়েছে। একজন যদি এত পদ নিয়ে বসে থাকেন, তাহলে বাকিরা কী করবেন?রাজ্য নেতাদের একাংশ মনে করছেন, এই টানাপোড়েন আপাতত বেশ কিছুদিন চলতে পারে। লোকসভা ভোটে প্রার্থী বাছাই নিয়ে এই টানাপোড়েন আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ক্রেতা ও বিক্রেতাদের একই ছাদের তলায় আনতে নাবার্ড-এর মেলা

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): ক্রেতা ও বিক্রেতাদের একই ছাদের তলায় আনতে এবার হস্তশিল্পমেলার আয়োজন করল নাবার্ড বা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)। নিউটাউন মেলা গ্রাউন্ডে শুক্রবার থেকে শুরু হল ‘জশন-এ-কারিগরি: নাবার্ড হস্তশিল্পোৎসব।’ চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলার উদ্বোধন করেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক অধিকর্তা আর কেশবন। নাবার্ডের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি।

ন’দিনের এই মেলায় রাজ্যের বিখ্যাত তাঁত ও হস্তশিল্প এবং অন্যান্য পণ্যও বিক্রি হচ্ছে। মেলায় ২৪টি রাজ্যের ১৩০ জন শিল্পী উপস্থিত হয়েছেন। রয়েছে তসর শাড়ি, কুনবি শাড়ি, কোসা কটন, পানি থানি পেন্টিং, বেঙ্কটগিরি হ্যান্ডলুম শাড়ি, কাঠের কাজ, বিভিন্ন ধরনের হাতে তৈরি গয়না, ডোকরা, মিথিলা পেন্টিং, গ্লাস মোজাইক ল্যাম্প প্রভৃতি।

নাবার্ডের -এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার ঊষা রমেশ জোর দেন গ্রামীণ শিল্পীদের পণ্য বিপননের জন্য উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরির উপরে। কীভাবে ক্রেতাদের পছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রান্তিক ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী গ্রামীণ শিল্পীরা নিজেদের বিকশিত করতে পারেন সেই ব্যাপারে তিনি বিশদে জানান। গ্রামীণ শিল্পীদের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহ দিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন একাধিক বাণিজ্যিক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিরা।

মেলায় এক্সক্লুসিভ জিআই প্যাভিলিয়নে থাকছে পশ্চিমবঙ্গের জিইআই ট্যাগ পাওয়া পণ্য। ভারত তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। যেমন বাঁকুড়ার ঘোড়া, ধনেখালির তাঁত, মেদিনীপুরের পিংলার পটচিত্র, দুই দিনাজপুরের বাঁশের কাজ, বর্ধমানের নতুন গ্রামের কাঠের পেঁচা, মজিলপুরের বাবুপুতুল প্রভৃতি।

শিল্পের ঐতিহ্য থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পীরা দাম পান না। ক্রেতাদের পক্ষেও সারা বাংলা তথা ভারত ঘুরে পছন্দের জিনিস কেনা সম্ভব হয় না। তাই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে নাবার্ডের পক্ষ থেকে।

ভোটার তালিকায় বাংলাদেশিদের নাম তুলতে বলে বিতর্কে তৃণমূলনেত্রী

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): ভোটার তালিকায় বাংলাদেশিদের নাম তুলতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তা দেখতে বলে বিতর্কে জড়ালেন নবনিযুক্ত জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান রত্না বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার হাবরার জিওলডাঙা এলাকায় বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রত্না। শুক্রবার বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।ওই সমাবেশে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সদ্য জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পাওয়া রত্না। তিনি বলেন “আর তিন মাস পর লোকসভা নির্বাচন। আমরা সবাই জানি ভোটার তালিকার কাজ চলছে। জাকিরদার (হাবরা এক নম্বর ব্লকের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি) নির্বাচনী এলাকায় অনেক বাংলাদেশি বসবাস করেন। বাংলাদেশ থেকে আসা যাদের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে সমস্যা হচ্ছে, তাঁরা জাকিরদার সাথে যোগাযোগ করুন।”তৃণমূল নেতৃত্ব বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতে চাইলেও প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছে বিরোধীরা। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, “তৃণমূল ধরাকে সরা দেখেছে। কে লোক, কোন দেশের লোক কিছুই দেখছে না। টাকা পেলেই সব করে দেবে।” শুক্রবার সাংসদের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে রত্না বিশ্বাসের এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে। প্রশ্ন ওঠে তাহলে কি খুব সহজেই তৃণমূল নেতৃত্বের হাত ধরে বাংলাদেশিরা এদেশের বসবাসকারী হয়ে যাচ্ছে। আসরে নামে বিরোধীরা। স্থানীয় বিজেপি নেতা বিপ্লব হালদার বলেন, “এটা তো আইনবিরোধী কথা। পূর্ববঙ্গের মানুষদের নাগরিকত্ব দেওয়ার অধিকার ওঁর নেই। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষের নাম কী করে ভোটার লিস্টে উঠবে! এসব বলে উনি নিজে ফাঁসলেন। জাকির হোসেন সাহেবের উচিত এই ফাঁদে পা না দেওয়া।”

অসামাজিক কাজ বৃদ্ধি !

● **প্রথম পাতার পর** এই পানিসাগর থানা এলাকা বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এই এলাকা দিয়ে গাড়ি গাড়ি গরু রাজ্যের ফটিকরায় কৈলাসহর সহ সীমান্তবর্তী বেশ কিছু এলাকা হয়ে পার্শবর্তী দেশ বাংলাদেশে পাড়ি দিচ্ছে। হেরোইন, ব্রাউন সুগার, ইয়াবা রাজ্যের নানাস্থানে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও এই এলাকায় কেন ধরা পড়ছে না তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে পুলিশের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ নাগরিক এলাকার যুব সমাজ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তিত। এলাকায় ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া অসামাজিক কাজ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** দপ্তরের সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যদেও পোদ্দার ও রেজিস্ট্রার ডঃ সুমন্ত চক্রবর্তী। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের মর্মর মূর্তি তৈরীর কারিগর শিল্পী সুমন ভ-াচার্যকে অনুষ্ঠান মে’ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা স্বরূপ তাঁর হাতে মারক উপহার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মেয়র

● **প্রথম পাতার পর** শহরের বিভিন্ন জায়গায় নো পাকিং জোনে যানবাহন রাখা যাবে না।

অস্ত্রোপচার

● **প্রথম পাতার পর** হওয়ায় রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা অটল বিহারী বাজপেয়ী রেজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

AFFIDAVIT

I Sri Ninoy Chakma, S/O Shri Chirajyoti Chakma, বয়স- ৩৯, ঠিকানা- চাকমা আদম রোড, পশ্চিম চানমারি, পোঃ- কুঞ্জবন নিউক্যাপিটেল কমপ্লেক্স, থানা- পশ্চিম, আগরতলা, পিন- ৭৯৯০০৬, ধর্ম- বুদ্ধিস্ট, পেশা- সরকারি চাকুরিজীবী।

আমার পুরনো আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ছাড়া আমার সমস্ত কাগজপত্রে আমার বাবার নাম **Chirajyoti Chakma** রয়েছে। যার আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট নং- এল৪৬০৯৫৮০, সে অনুযায়ী আজ থেকে **Charajyoti Chakma** এবং **Chirajyoti Chakma** হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সুতরাং এখন থেকে **Charajyoti Chakma** এবং **Chirajyoti Chakma** একই ব্যক্তি।

তাই উপরে দেওয়া বিবৃতিগুলি আমার জানামতে সত্য এবং নোটারি পাবলিকের সামনে এই হলফনামায় স্বাক্ষর করি।

Sd/-
Ninoy Chakma

াঙ্গন

প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হরিয়ানা হলেও একমাত্র জয়ের শেষ চেষ্টা ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। টানা পরাজয়ে বিপর্যস্ত ত্রিপুরা তালিকায়ও তলানীতে। মানসিকভাবেও অনেকটা ভেঙ্গে পড়েছে ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। ওই অবস্থায় আগামীকাল গ্রুপ লিগে অপর শক্তিশালী সেরা দল হরিয়ানার মুখোমুখি হতে চলেছে ত্রিপুরা। সামান্য মনের জোরেই মাঠে নামতে চাইছে ত্রিপুরার মেয়েরা। অনূর্ধ-১৫ বালিকাদের জাতীয় ক্রিকেটে। রায়পুরে আর ডি সি এ গ্রাউন্ডে হবে ম্যাচটি। আপাতত ৪ ম্যাচ খেলে হরিয়ানা পুরোপুরি অপরাজেয় থেকে মূল পূর্বে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। আগামীকাল ত্রিপুরার বিপক্ষে ব্যাটিং বোলিং দুটোই মূলতঃ প্র্যাকটিস করে নেওয়ার লক্ষ্যে হরিয়ানা খেলবে। অপরদিকে ত্রিপুরার একটি সুপ্ত ইচ্ছে রয়েছে, হরিয়ানাকে হারানোর মতো অঘটন ঘটিয়ে একমাত্র জয়ের স্বাদ পেয়ে ঘরে ফিরতে। ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা। আদৌ সেটা সম্ভব হবে কিনা মাঠের রেজাল্টেই তা জানান দেবে। আগামীকাল অন্তিম ম্যাচের আগে এ পর্যন্ত চারটি ম্যাচে ত্রিপুরা কিন্তু কোনও জয়ের দেখা পায়নি। প্রথম ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের কাছে ৬ উইকেটে, দ্বিতীয় ম্যাচে সৌরাষ্ট্রের কাছে ৬১ রানে, তৃতীয় ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের কাছে ১০ উইকেটে এবং চতুর্থ ম্যাচে কেরালার কাছে ২৬২ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরে আগামীকালও হয়তো একটা পরাজয় অপেক্ষা করছে ত্রিপুরার জন্য। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা সেটাই ভাবছেন। এরকম সঙ্গীন অবস্থায় হরিয়ানার বিরুদ্ধে ত্রিপুরার অনভিজ্ঞ মেয়েরা আগামীকাল কতটা লড়াই করতে পারবে তা নিয়ে চিন্তায় টিম ম্যানেজমেন্টও। শুক্রবার হাল্কা অনুশীলন সেরে নেয় পারমিতা-রা। ত্রিপুরার বোলাররা ভালো বল করার চেষ্টা করলেও ব্যাটসম্যান-রা চূড়ান্ত ব্যর্থ হচ্ছে। এখানেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। হরিয়ানার বিরুদ্ধে এই ঘটনার পরিবর্তন যাতে না হয় তার জন্য ব্যাটসম্যামনদের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলেন ত্রিপুরার কোচ। উইকেটে পড়ে থাকার পাশাপাশি স্কোরবোর্ড সচল রাখার দিকেও যাতে জোর দেয় তা বুঝিয়ে দেন মেয়েদের।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-21/EE-BRG/PWD/2023-24, Dated, / /2023

The Executive Engineer, Bishramganj Division, PWD(R&B), Bishramganj invites online percentage rate tender for the works namely:-

Sl No	Name of work/ DNIeT No	Estimated cost (in Rupees)	Earnest money (in Rupees)	Time for Completion	Class of bidders
1	06/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2023-24	80,55,106.90	1,61,102.14	180 days	Appropriate class
2	07/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2023-24	90,55,701.61 /-	1,81,114.03	180 days	Appropriate class

* Last date and time of document downloading and bidding -16/12/2023 up to 15:00 hrs.
* Date and time of opening bid — 18/12/2023 at 12.00 hrs, /

All details are available in the website http://tripuratenders .gov.in.
Submission of tenders Physically is not permitted.

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-3283/23

(Er. D. Karfnakar)
Executive Engineer
Bishramganj Division, PWD(R&B)
Bishramganj Sepahijala Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 20/EE(PWD)/BLN/2023-24 DATED, 16-11-2023

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 08-12-2023 for the following work:

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DNIT No.111/NIT/SE-II/R/2023-24	₹38,26,335.18	₹76,527.00	180 (One hundred eighty) days	Appropriate Class
2.	DNIT No. 65/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹24,13,880.00	₹48,278.00	180 (One hundred eighty) days	
3.	DNIT No. 66/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹14,80,035.00	₹29,601.00	180 (One hundred eighty) days	
4.	DNIT No. 67/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹5,20,350.00	₹10,407.00	90 (Ninety) days	
5.	DNIT No. 68/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹24,23,994.00	₹48,480.00	180 (One hundred eighty) days	
6.	DNIT No. 69/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹13,97,626.00	₹27,953.00	180 (One hundred eighty) days	

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 3.00 PM on 08-12-2023
Time and date of opening of bid: At 4.00 PM on 08-12-2023
Cost of Tender document: Rs/-1000/-
Document downloading and bidding at application: hitps://tripuratenders.gov.in
For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.

ICA/C-3280/23

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD(R&B)
Belonia, South Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO, EE-IED/PWD/AGT/61/2023-24 dated 22/11/2023

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online pef•efeage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/89/2023-24	₹ 8,48,093.00	₹ 16,962.00	365 (three six five) days
2	DNIT NO.EE-IED/AGT/90/2023-24	₹ 3,36,690.00	₹ 6,734.00	60 (sixty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 12/12/2023 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 12/12/2023, if possible. For more details kindly visit: https:// tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https: //tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-3271/23

Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER
Government of Tripura
Directorate of Health Services
No.F.5(1-49)Store/DHS/2023 Date:-2&/41/2023

A e-Tender is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, Govt. of Tripura from resourceful, experienced and bona fide, renowned licensed Manufacturer or their Authorized Distributor/suppler for procurement of "Miscellaneous Utensils and Kitchen Utensils items" for the year 2023-24 (Rate contract two years) under the Health & Family Welfare Department". The details of tender are available on website (http://tripuratenders.gov.in). The submission of tender up to 13-12-2023 at 9.00 PM

ICA/C-3265/23

Sd/-
Director of Health Services
Govt. of Tripura, Agartala

কোচ বিহার ট্রফি : বিদর্ভের বিরুদ্ধেও ব্যাকফুটে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-৯৫ বিদর্ভ-১২৮/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। প্রথম দিনই পরাজয়ের কবর খুড়ে নিলো ত্রিপুরা। চুড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতায়। বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ২২ গজে কার্যত লুটিয়ে পড়লেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। মাত্র ৯৫ রানে। জবাবে খেলতে নেমে প্রথম দিনের শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান করে স্বাগতিক বিদর্ভ। প্রথম ম্যাচে চন্ডগড়ের বিরুদ্ধে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর আশাকরা হয়েছিলো বিদর্ভের বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও জ্বলে উঠবেন ত্রিপুরার ব্যাটসম্যান-রা। কিন্তু কার্যত এর ছিটেফোটাও দেখা যায়নি। ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে শুক্রবার সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েই বিদর্ভের বোলারদের দাপটে ক্রমাগত উইকেট হারাতে থাকে ত্রিপুরা। প্রীতম দাস ছাড়া ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যানকে উইকেটে টিকে থাকার মানসিকতা দেখা যায়নি। দীপঙ্কর ভাটনাগরের পরিবর্তে অভিষেক হওয়া ধৃতিমান নন্দী চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন। প্রথম বলেই আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরেন ওই ব্যাটসম্যানটি। ত্রিপুরা ৪৯.৩ ওভার ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯৫ রান করতে সক্ষম হয়।

রাজ্যদলের পক্ষে পরীতম দাস ৯০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, অর্কজিৎ রায় ৫৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং দ্বীপজয় দেব ৫৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। বিদর্ভের পক্ষে প্রথম মহাশ্বেরী ৩৭ রান দিয়ে ৪ টি, পার্থ খোড়ে ২০ রান দিয়ে এবং অর্জন ইংলে ২৮ রান দিয়ে ৩ টি করে উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে ৩৩ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বিদর্ভ যখন খাদের কিনারায় তখন ব্যাট হাতে রুখে দাড়ান তুষার সূর্যবংশী এবং জোবেরুদ্দিন। ওই জুটি কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলে বিদর্ভকে লিড এনে দেন। ওই জুটি ১৩২ বল খেলে ৮৬ রান যোগ করে দলকে লিড এনে দেন। জুবেরোদ্দিন ৬৫ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ রান করেন। শেষ পর্যন্ত প্রথম দিনের শেষে বিদর্ভ ৩৫ ওভার ব্যাট করে ৪ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান করে। তুষার ৯৪ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ রানে অপরাজিত থেকে যান। ত্রিপুরার পক্ষে অভিক পাল ৪৯ রান দিয়ে ২ টি এবং রাকেশ রুদ্রপাল ১২ রান দিয়ে ১ টি উইকেট পেয়েছেন। ম্যাচে ফিরতে হলে শনিবার সকালে ত্রিপুরার বোলারদের জ্বলে উঠতে হবে। এবং দ্রুত বিদর্ভের ইনিংস শেষ করতে হবে।

জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবলে ত্রিপুরা আজ সিকিমের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে শনিবার মাঠে নামছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ সিকিম। ব্যাঙ্গালুরু ফুটবল স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি।

জাতীয় সিনিয়র বালিকাদের ফুটবলে। আজ বিকেল সাড়ে ৩ টায় হবে ম্যাচটি। আসরের প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা ০-৮ গোলে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে পরাজিত হলেও সিকিম পয়েন্ট ভাগ করে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে।

ফলে শক্তির বিচারে কিছুটা হলেও এগিয়ে থেকে মাঠে নামবে সিকিম।

দুদলই শুক্রবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। সিকিম ফেভারিট হিসাবে মাঠে নামলেও কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রস্তুত সুজিত ঘোষের মেয়েরা।

কর্ণাটক ম্যাচের ব্যর্থতা ভুলে নতুন উদ্যোমে মাঠে নামতে চাইছেন ধোনিতা রিয়াং-রা। এদিন বিকেলে ঘন্টা দেড়েক অনুশীলন করেন ত্রিপুরার ফুটবলাররা। তাতে ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর উপর জোড় দেন ত্রিপুরার কোচ। পাশাপাশি কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ম্যাচে যে ভুলগুলো হয়েছিলো তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। অনুশীলন শেষে ত্রিপুরার কোচ ব্যাঙ্গালুরু থেকে টেলিফোনে বলেন,'আসরের প্রথম জয়ের জন্য প্রস্তুত মেয়েরা। তা মাথায় রেখেই মাঠে নামবে। আশাকরি মেয়েরা সিকিমের বিরুদ্ধে হতাশ করবে না। সাফল্য পেয়েই মাঠ ছাড়বে। মেয়েরাও কথীআ দিয়েছে পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ার'।

বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেট : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
মুম্বাই	১	১	০	০	৫.৭২০	৪
ওড়িশা	১	১	০	০	০.৯৩৯	৪
পন্ডিচেরি	১	১	০	০	০.৪৪০	৪
কেরালা	১	১	০	০	০.২৪৪	৪
সৌরাষ্ট্র	১	০	১	০	-০.২৪৪	০
রেলওয়ে	১	০	১	০	-০.৪৪০	০
ত্রিপুরা	১	০	১	০	-০.৯৩৯	০
সিকিম	১	০	১	০	-৫.৭২০	০

জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার যোগাসন প্রতিযোগিতা, মূল পর্বের লড়াই আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে শুক্রবার থেকে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও দূর দূরান্ত রাজ্য থেকে আগত খেলোয়ারদের কিছুটা সময় দেওয়া হয়েছে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। শুক্রবার থেকে আর্টিস্টিক রিদমিক পর্যায়ের প্রাথমিক গ্রুপের প্রতিযোগিতা শুরু হলেও আগামীকাল থেকে সূচনা হবে পদক বিজয় এর লড়াই। উল্লেখ্য, সারা দেশ থেকে ২৬ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে মোট ৪৩৬ জন যোগা খেলোয়াড় এবং অফিসিয়াল এতে অংশ নিয়েছেন।

তার মধ্যে বালক ১৭১ জন এবং বালিকা ১৭১ জন। অফিসিয়াল হিসেবে এসেছেন ৯৪ জন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা শেষে চূড়ান্ত পর্বের জন্য খেলোয়ারদের বাছাই করে নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল সকাল ৯ টা থেকে সুচি অনুযায়ী মূল পর্বের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। রিদমিক, আর্টিস্টিক এবং গ্রুপ তিনটি ইভেন্ট ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অনূর্ধ ১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেট : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
হরিয়ানা	৪	৪	০	০	৪.১২১	১৬
কেরালা	৪	৩	১	০	২.৪০৭	১২
উত্তরাখন্ড	৪	৩	১	০	০.২৫৪	১২
মধ্য প্রদেশ	৪	১	৩	০	-০.৫৯৫	৪
সৌরাষ্ট্র	৪	১	৩	০	-২.৬৪৬	৪
ত্রিপুরা	৪	০	৪	০	-৪.০৯৪	০

ব্যাঙ্গালোরে বিজয় হাজারে ট্রফি : সিকিম জয়ের লক্ষ্যে আশাবাদী ত্রিপুরা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।ফুটবলের পর সিনিয়র ক্রিকেটেও মুখোমুখি হবে শনিবার সিকিম। ব্যাঙ্গালুরুর আলোর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। বিজয় হাজার ট্রফি ক্রিকেটে। দুদলই আসরের প্রথম ম্যাচে পরাজিত হয়েছিলো। আসরের প্রছম ম্যাচে ত্রিপুরা ৪ উইকেটে ওড়িশার বিরুদ্ধে এবং সিকিম ৭ উইকেটে মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলো। দুদলের সামনেই মরশুমের প্রথম জয়ের হাতছানি। শনিবার ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে ত্রিপুরা। তবে মরশুমে যেভাবে বিভিন্ন বিভাগে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং ব্যর্থতা চলছে তাতে সিকিমের বিরুদ্ধে কী হতে পারে তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় ক্রিকেট মহল। তবে ত্রিপুরার টিম ম্যানেমন্ট বিশ্বাস করে সিকিমের বিরুদ্ধে আসরের প্রথম জয় পাবেই ত্রিপুরা। দুদলই শুক্রবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়।

সিকিমের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে তেমন পরিবর্তন করবে না এমনই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে প্রাথমিকভাবে। সিকিমের বিরুদ্ধেও দলের হয়ে গোড়াপত্তন করতে নামবেন বিক্রম কুমার দাস এবং পল্লব দাস। এর পর যথাক্রমে আসবেন সুদীপ চ্যাটার্জি, সতীশ গনেশ, দলনায়ক ঋদ্ধিমান সাহা এবং রজত দে। অলরাউন্ডার হিসাবে থাকবেন মণিশঙ্কর মুড়াসিং, অভিজিৎ সরকার, বিক্রম দেবনাথ এবং রাণা দত্ত। এছাড়া দলে থাকবেন পারভেজ সুলতান। ত্রিপুরার ক্রিকেটাররাও আশাবাদী সিকিমের বিরুদ্ধে জয় পাওয়া নিয়ে।

সেন্ট্রাল সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ তম যুব উৎসব অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৩ তম যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেন্ট্রাল সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলভ্য পরিশর, আগরতলা, লেম্বুছড়ার উদ্যোগে এই উৎসব সাফল্যমন্ডিতভাবে আজ, শুক্রবার শেষ হয়েছে। তিন দিন ব্যাপি এবারকার ১৩ তম যুব উৎসবে সাতটি ডিসিপ্লিন যেমন অ্যাথেলেটিক্স, কাবাডি, দাবা, যোগাসন, খো-খো, ভলিবল, কুস্তি, ইভেন্টে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইকফাই ভলিবল কোর্টে অনুষ্ঠিত ভলিবল ফাইনালে মণিপুর সংস্কৃত কলেজের রাধামাদব ২-০ সেটে পুরী সংস্কৃত কলেজকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিজিত পুরি সংস্কৃত কলেজ পেয়েছে রানার্স খেতাব।

ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন সমস্ত রাজ্যস্তরের প্রথম সারির রেফারিদের দ্বারা সফলভাবে ম্যাচ পরিচালনায় টুর্নামেন্ট দারুন ভাবে শেষ হয়েছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

প্রাক্তন ক্রিকেটার শংকর গাঙ্গুলী প্রয়াত শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। প্রাক্তন ক্রিকেটার শঙ্কর গাঙ্গুলী প্রয়াত হয়েছেন। একসময় ত্রিপুরার প্রখ্যাত ক্রিকেটার হিসেবেই পরিচিত ছিলেন শঙ্কর গাঙ্গুলী। কসমোপলিটন, ব্লাডমাউথ সহ একাধিক ক্লাবের হয়ে খেলার পাশাপাশি জাতীয় আসলেও রাজ্য দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। উনার প্রয়াণে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। টিসিএ-র সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক শোকবার্তায় শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতিও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

জাগরণ 25 Novermber 2023, Saturday আগরতলা ২৫ নভেম্বর ২০২৩ ইং, ■ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

মোদির দর্শন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। পৃথিবীজড়ে চিকিৎসাশা' নিত্য নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবন, 'ান ও যৌথ উদ্যোগে যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে তা আজকের দিনে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে। কোভিড অতিমারীর সময় আমাদের দেশের চিকিৎসক ও চিকিৎসা বি'ানীরা যে অভূতপূর্ব ভূমিকা নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে সমগ্র বিশ্ব অবগত রয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রের উন্নয়নে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ক্লিনিক্যাল মেডিসিন যে কাজ করছে তা প্রশংসনীয়। আজ আগরতলার হাঁপানিয়াস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইণ্ডোর এ'বিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের ২৯তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, এই সম্মেলনে শুধুমাত্র চিকিৎসা ক্ষেত্রের পেশাদারদের বৌদ্ধিক ক্ষমতাই তুলে ধরা হবে না। এই ক্ষেত্রে যেসব উদ্ভাবন হচ্ছে ও যে সমস্ত যৌথ উদ্যোগে কাজ হচ্ছে তাও আলোচনায় আসবে। এই সম্মেলনে ৩০ জনেরও বেশি জাতীয় স্তরের স্বনামধন্য চিকিৎসক চিকিৎসা শা' তাদের যোগদান ও জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মিশন ইন্দ্রধনুষ, আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা ইত্যাদি কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মধ্য

চিকিৎসকদের সম্মেলনে

দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দর্শন স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রের পেশাদারদের এ জাতীয় প্রতিটি সম্মেলনের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এরকম কল্যাণকারী নীতিই প্রতিফলিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যখন আমরা রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে কোনও নতুন উদ্যোগ নিই, আমাদের উচিত হবে জাতীয়স্তরের চিত্রকে মাথায় রেখে তা করা। কেননা, একমাত্র স্বাস্থ্যক্ষেত্রের পেশাদার পরিষেবা প্রদানকারীদের যৌথ উদ্যোগ এবং সরকারের সহযোগিতার মাধ্যমেই আমরা ত্রিপুরা এবং দেশের জন্য আরও বেশি সুস্থ ও স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ গড়তে পারবো। সর্বশেষে তিনি সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। পাশাপাশি তাদের অভি'তা তুলে ধরে যৌথভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করেন। যৌথ উদ্যোগের ফলে শুধু রাজ্য নয়, দেশের চিকিৎসক ও নাগরিকগণ যাতে উপক'ত হন সেই লক্ষ্যে সকলকে এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন সভাপতি প্রফেসর (ডা.) সুকুমার মুখার্জি, অ্যাসোসিয়েশনের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ডা. কে কে পারিক, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের সম্মেলনের সায়েন্টিফিক কমিটির চেয়ারম্যান ডা. এইচ এস পাঠক। অনুষ্ঠানে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের সাধারণ সম্পাদক ডা. সুরেশ কুশওয়া অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্মের রিপোর্ট তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর (ডা.) প্রদীপ ভৌমিক। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আয়োজক কমিটির সম্পাদক প্রফেসর (ডা.) দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রফেসর (ডা.) সুকুমার মুখার্জি এবং প্রফেসর জি এল আবস্তিকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দেন। তাছাড়াও অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য চিকিৎসকদের পুরস্ক'ত করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের আপডেটেড একটি বই এবং মরণিকা প্রকাশিত হয়। তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলন আগামী ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে।

রাজ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কমলা চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। কমলালেবু একটি অর্থকরি ফসল। কমলা চাষের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিল্লা ব্লকের উত্তর বড়মুড়া এলাকা কমলা চাষের জন্য একটি আদর্শ জায়গা। আজ কিল্লা ব্লকের উত্তর বড়মুড়া ভিলেজ প্রাঙ্গণে রাজ্যভিত্তিক কমলা উৎসবের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কমলা চাষিদের পাশে আছে। রাজ্যে বৈ'ানিক পদ্ধতিতে কমলা চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে উৎপাদিত কমলার গুণমান ভাল হবে। তিনি বলেন, ২২৪ জন কমলা চাষিকে বাগান পরিচর্চার জন্য ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, সারা রাজ্যের ৩ হাজার ৭২৯ হেক্টর জমিকে কমলা চাষের আওতায় আনা হয়েছে। বছরে ফলন হয়েছে প্রায় ১৪ হাজার ৭৭৫ মেট্রিকটন। আয় হয়েছে ১৮ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। এখন রাজ্যের কাঁঠাল, আনারস, আদা, বেল, তেঁতুল বিদেশে রপ্তানী করা হয়। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার প্রতিটি পরিবারকে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ৫১ হাজার ২৫৪টি স্ব সহায়ক দল রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৫৩ জন মহিলা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া বলেন, কিল্লা এলাকায় নতুন করে ২৫০ কানি জমি কমলা চাষের আওতায় আনা হবে। ব্লক এলাকার রাস্তাগুলিকে সংস্কার করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, ক'ষির মাধ্যমে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিল্লা এলাকার কমলাচাষি সহ রাজ্যের কমলা চাষিদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য এই রাজ্যভিত্তিক কমলা উৎসবের আয়োজন করা হয় বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা সুমিত লোধ, আগরতলা ক'ষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক পি কে মাইতি, সমাজসেবী জয় কিশোর জমাতিয়া, সমাজসেবী রতীন্দ্র জমাতিয়া প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক'ষি দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর পি বি জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কিল্লা ব্লকের বিএসি'র চেয়ারম্যান বাগানহরি মলসম। এদিন মেলা প্রাঙ্গণে ২০টি স্টল খোলা হয়। এদিন কমলাচাষিদের উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম সুব্রত কলই, দ্বিতীয় বিজলি কলই, ত'তীয় রাজেন্দ্র কলই এর হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিগণ। এছাড়া ক'ষি দপ্তরের পক্ষ থেকে ক'ষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ নভেম্বর।। আজ ২৪শে নভেম্বর দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের তত্ত্বাবধানে রিষ্যমুখ বাজার এবং হরিপুর বাজারে COTPA আইন ২০০৩ অভিযান চালানো হয়েছে, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং রিষ্যমুখ আউট পোস্টের যৌথ অভিযানে তামাক আইনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যেমন ধারা ৪ অর্থাৎ জনবহুল স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ, তামাক আইনের ধারা ৬ (এ), যার অধীনে আঠারো বছরের কম বয়সী ব্যক্তির কাছে সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যবিক্রি নিষিদ্ধ এবং ধারা ৬ (বি) অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ, অভিযানে ৫ দোকানদারকে ধারা ৬ (এ) ও একজনকে পাবলিক প্লেইসে ধূমপানের দায়ে জরিমানা করা হয়,তামাক আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিত করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সুব্রত দাস, অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ড্রাগ পরিদর্শকের কর্মকর্তা আদিত্য প্রকাশ চাকমা, নোডাল অফিসার ডাক্তার অলক দাস, জেলা পরামর্শক অরিজিৎ দাস এবং রিষ্যমুখ আউটপোস্টের পুলিশ কর্মীরা, আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অষ্টম ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে প্রয়াস ও সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ২৪ নভেম্বর।। প্রয়াস ও সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের আওতায় এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে অষ্টম ব্যাটেলিয়ানের টিএসআর জওয়ান। লংতরাইভ্যালী মহকুমার অন্তর্গত ছামনু রাজধর ভিলেজের তুইয়াচন্দ্র পাড়ায় এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ৮৬ জন গ্রামবাসী এদিন এই শিবিরে এসে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহন করেছেন। পাশাপাশিগ্রামের দুঃস্থদের মধ্যে কম্বলও এদিন বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়াও ১০০ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কলম ও খাতা বিতরণ করা হয়েছে এদিন। প্রয়াস ও সিভিক অ্যাকশন অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীদের নিয়ে মারন ড্রাগসের নেশা থেকে যুবকযুবতিদের দূরে রাখার বিষয়ে সচেতনতামুলক আলোচনা করা হয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট অমৃত দেববর্মা, অষ্টম ব্যাটেলিয়ান টিএসআরের অন্যান্য আধিকারিক সহ গ্রামবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশালগড়ে সাংবাদিকদের ষষ্ঠ বিজয়া সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ নভেম্বর।। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন বিশালগড় মহকুমা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ষষ্ঠ বিজয়া সম্মেলন। আজ শুক্রবার বিশালগড় টাউন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব, সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি ধ্রুব রঞ্জন সেন, সম্পাদক সুনীল দেবনাথ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের মহকুমা সভাপতি সমীর ভৌমিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা সম্পাদক খোকন ঘোষ।

অতিথিদের হাত ধরে ভবতোষ ঘোষের সম্পাদনায় স্মরণিকা 'সংবাদদাতা' র মলাট উন্মোচন করা হয়েছে। এবছর বিশালগড় এবং জম্পুইজলা মহকুমার সেরা ১৩ টি দুর্গাপূজা উদ্যোক্তাদের শারদ সম্মানও প্রদান করা হয়েছে। সেরা ক্লাবগুলি হলো অফিসটিলা যুবক সংঘ, তরুণ সংঘ, নবতারা সংঘ, বিশ্বপ্রিয় ক্লাব, টিএসআর সপ্তম বাহিনী (জম্পুইজলা) মধুপুর প্লে সেন্টার, দক্ষিণ চরিলাম যুব সংস্থা, প্রগতি সংঘ, মধ্যলক্ষীবিল পূজা কমিটি, হামবাই ক্লাব (জম্পুজলা), গোলাঘাটি দক্ষিণ বাজার পূজা কমিটি, বিজয়ী সংঘ।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নেশা মুক্ত সমাজ গঠনে সরকার সাংবাদিক সাধারণ মানুষের সক্রিয়তা বেড়েছে। সবাই মিলে রাজ্যের উন্নয়নকে তরান্বিত করতে হবে। তিনি বলেন দেশাত্মবোধ জাগ্রত হলে সমাজের সকল অপরাধ দূর হবে। আমরা দেবী দুর্গার আরাধনা করছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে জীবন্ত দুর্গাদের যাতে অসম্মান না হয়।

বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন নেশা মুক্ত, বৃদ্ধাশ্রম মুক্ত, বাল্য বিবাহ মুক্ত বিশালগড় গড়তে সকল ক্লাব সামাজিক সংগঠন সাংবাদিক বন্ধুদের নিয়ে কাজ করবো। জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন এ বছর ক্লাবগুলো পূজার পাশাপাশি সামাজিক কাজে নিজেদের যুক্ত করেছে। বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ বলেন এ ধরনের আয়োজন প্রশংসার দাবি রাখে।

রামকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবস পালিত দেওয়ানপাশা আশ্রমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ নভেম্বর।। ২৬ শে নভেম্বর রবিবার ধর্মনগর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমৎ স্বানমী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের শুভ আবির্ভাব দিবসে দেওয়ানপাশা আশ্রমে নতুন মন্দিরের শুভদ্বারোদঘাটন হবে। দ্বারোউদ্ঘাটন করবেন শ্রীমৎ স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ। অধ্যক্ষ , রামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুর এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বেলুড় মঠ ,অছি পরিষদের অন্যতম বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী।

এই দ্বার উদ্ঘাটনকে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি ধর্মনগর তিনদিনের নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে। ২৬ শে নভেম্বর রবিবার সকাল ৬ -৩০ মি ঠাকুরের বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ ও হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৮ টায় মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করবেন শ্রীমৎ স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ। ৮:৩০ মিনিটে হবে শোভাযাত্রা। সকাল ১০ ঘটিকায় ভক্তিগীতি। দুপুরে ভোগ আরতির পর অঞ্জলি প্রদান। ১২-৩০ মিনিটে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। বিকাল ৩ঃ৩০ মিনিটে ধর্মসভা। ধর্ম প্রসঙ্গ করবেন পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী ইন্দ্রাত্মানন্দজী মহারাজ, অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন ধলেশ্বর আগরতলা। এছাড়াও থাকবে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

পাকাপাকিভাবে বন্ধ দিল্লির আফগান দূতাবাস

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল ভারতের আফগান দূতাবাস। আফগানদের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তালিবানের ক্রমাগত চাপের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। ২৩ নভেম্বর থেকে পাকাপাকিভাবে দিল্লিতে আফগান দূতাবাসের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আফগান দূতাবাসের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, "ভিসা পুনর্নবীকরণ-সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে ভারত সরকারের তরফে প্রত্যাশিত সাহায্য মেলেনি। ভারত সরকারের ক্রমাগত অসহযোগিতার কারণেই ২৩ নভেম্বর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল দিল্লির আফগান দূতাবাস। গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকেই দূতাবাসের সব কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আশা ছিল এই সিদ্ধান্তের পর ভারত সরকার আফগান দূতাবাসকে সাহায্য করবে।" বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দিল্লির আফগান দূতাবাসের দখল নিতে ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে গিয়েছে তালিবান। তাই বাধ্য হয়েই পাকাপাকিভাবে দূতাবাস বন্ধ করা হল।দূতাবাসের তরফে আরও বলা হয়, কাবুলে গণতান্ত্রিক সরকার না থাকলেও প্রবল চাপের মধ্যে কাজ চালিয়ে গিয়েছে তারা। ভারতে বসবাসকারী আফগানদের জন্য কূটনীতিকরা কাজ করেছেন। তবে দূতাবাস বন্ধের খবর জানিয়ে বলা হয়, গত দুবছরে ভারতে আফগানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে ভিসা দেওয়ার সংখ্যা। তবে কঠিন সময়েও আফগানদের পাশে থেকেছে আফগানিস্তানের দূতাবাস।উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লির আফগান দূতাবাসের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেশ ছেড়ে চলে যান আফগান কূটনীতিকরা। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ ঘানি আমলে নিযুক্ত দিল্লির আফগান দূতাবাসের কর্মীদের সঙ্গে তালিবান প্রশাসনের কিছুতেই বনিবানা হচ্ছিল না। এর আগেও দিল্লিতে আফগানিস্তানের দূতাবাস দখল করার চেষ্টা চালিয়েছে তালিবান। কাবুল থেকে টাকা না মেলার দরুন আফগান দূতাবাসের কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

'দম থাকলে মুখ্যমন্ত্রী আগে আমাকে গ্রেফতার করুন', মন্তব্য সুকান্তর

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর, (হি.স.): নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক সভা থেকে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, তৃণমূলের চারজনকে জেলে ভরলে বিজেপির আট জনকে পালটা তিনি জেলে পাঠাবেন। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পালটা জবাব দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'দম থাকলে মুখ্যমন্ত্রী আগে আমাকে গ্রেফতার করুন।'সুকান্ত মজুমদার এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, তৃণমূলের পুলিশের দম থাকলে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হিসাব নিক। ময়দানে নেবে লড়াই করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সম্পত্তির হিসেব নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি।তৃণমূল বিধায়কদের বিধানসভায় হাজিরা খাতায় সই করা প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, অনেক তৃণমূল সাংসদ তো সংসদেই যান না। তাঁদের সর্বোচ্চ নেতাই তো সংসদে যান না। নেতারাই যদি লোকসভা বিধানসভায় না যান তাহলে আর বিধায়কদের দোষ কী !

৬ দফা দাবিতে সরব এফ এম শ্রোতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। এফ এম চ্যানেলকে পুনরায় চালু করা সহ ৬ দফা দাবিতে সরব হয়েছে এফ এম শ্রোতারা। আজ অল ইন্ডিয়া রেডিও- এর অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা। অতিসত্বর তাঁদের দাবি পূরণ না হয়ে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তাঁরা।

জনৈক শ্রোতা জানিয়েছেন, এইভাবে একের পর এক ভাষা চ্যানেলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হলে আগামী দিনে ভাষা চর্চা করার জন্য কোনো চ্যানেল থাকবে ন। তাই ৬ দফা দাবি আদায়ের লক্ষে তাঁরা সরব হয়েছেন।

তাঁদের দাবিগুলি হল , এফ এম চ্যানেলকে পুনরায় চালু করা হোক। ককবরক অনুষ্ঠানের সময় বৃদ্ধি, ককবরক সালকাম পানদাকে সপ্তাহে ২ দিন থেকে বাড়িয়ে ৫ দিন করা এবং বিকেল ৮ টায় ককবরক অনুষ্ঠানকে সন্ধ্যা ৬ টায় করা হোক।

চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধার

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। শুক্রবার দুপুরে পানাগড় স্টেশনের কাছে ১০৩ নম্বর রেল গেটে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার খবর পেয়েই দেহ উদ্ধার করতে সেখানে পৌঁছায় রেল পুলিশ।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পানাগড় স্টেশন থেকে তিনি এদিন হুল এক্সপ্রেসে ওঠেন। স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে হল্টের জায়গায় এলে ওই বৃদ্ধা অসাবধানতাবশত ট্রেন থেকে পড়ে যান। যদিও শুক্রবার বিকেল পর্য্যন্ত তাঁর নাম বা পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ।পুলিশের অনুমান, ওই বৃদ্ধা স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁর আনুমানিক বয়স সত্তর বা তার কিছু বেশি। তার সঙ্গে কেউ ছিলেন কিনা তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে বৃদ্ধার দেহ বিধাননগর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের খোঁজ চলছে। কীভাবে ওই বৃদ্ধা ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছিলেন সেবিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোসাইটি ফর এন্ট্রেপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট (সফেদ)-এর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহার হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন সফেদের চেয়ারম্যান তথা শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব ভি জি জেনার এবং সংশ্লিষ্ট অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।